প্রকাশক—
শ্রীশৈলজাকান্ত রায় চৌধুরী
দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ
পোঃ আরিয়াদহ। ২৪ পরগণা

কি আমীর কি ফকির কি হিন্দু যবন
যে লভে ঈশ্বর প্রেম সেই মহাজন॥

প্রিণ্টার—শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ,
রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৭নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
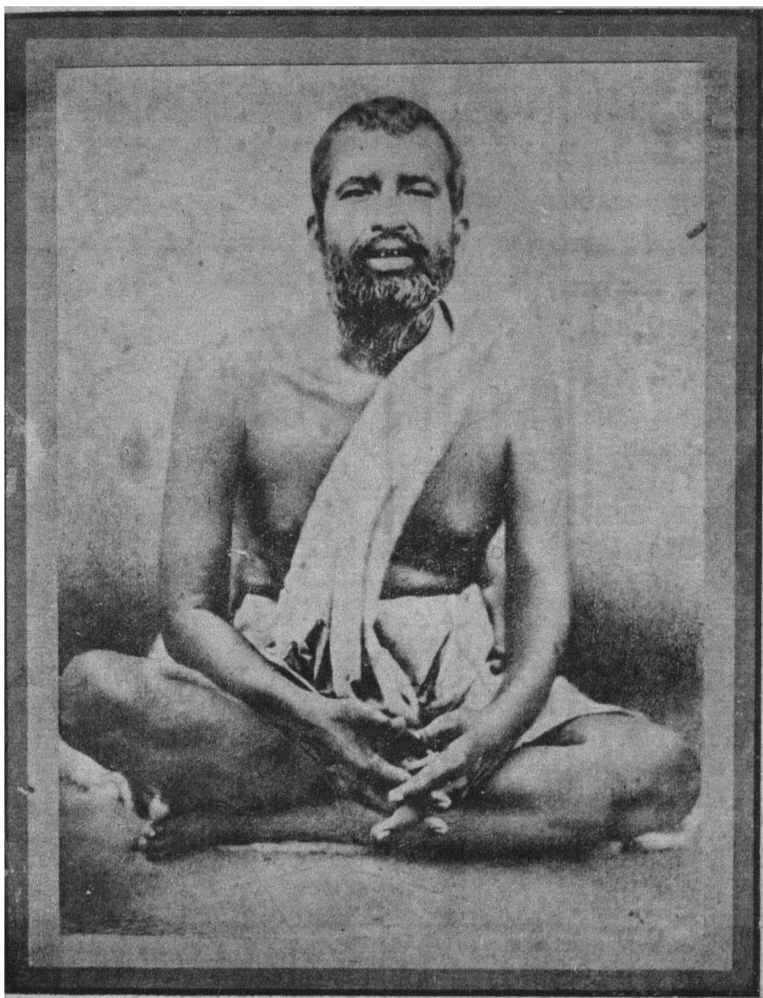
অবতরণিকা।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাগুলির লিপিকর (রচয়িতা নহেন) একজন উচ্চকোটির সাধক এবং ভক্ত। ইনি বঙ্গদেশে ধর্ম্মের অচিরভাবী পুনরুত্থানরূপ মহাব্রতের অন্যতম নায়ক। কি অবস্থায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া এই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইল।

মনঃশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সাধারণের গোচর হইয়াছিল। কোনও সময়ে ঘটনাক্রমে তাহা জানিতে পারিয়া সাধক মহাশয় তাহা পাঠ করিবার বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন। এক রাত্রি তাঁহার ইষ্টদেব ভগবান্ রামকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলেন, "আমিই তোমাকে মনঃশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দিব।" ইতিমধ্যে সাধক মহাশয়ের পিতা তাঁহার নিকট হইতে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, সেই রাত্রিতেই ভগবান স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ভক্তিবিষয়ে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী লিখিয়া লইতে আদেশ করেন। সাধক তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উপকরণাদি গ্রহণ পূর্ব্বক লিখিতে বসিলেন ও ভক্তি বিষয়ক কবিতাটী তাঁহার লেখনী হইতে অনর্গল বাহির হইয়া গেল। অবশিষ্ট উপদেশপূর্ণ কবিতাগুলি কখনও প্রতিদিন, কখনও বা মধ্যে মধ্যে উক্ত রীত্যনুসারে রচিত হইতে লাগিল। একশত পঁয়ত্রিশটী কবিতা বা উপদেশ কেবল পনর দিনের মধ্যে উপরিউক্ত ভাবে রচিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট উনত্রিশটার রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে "ভালবাসা"

নামক উপদেশটী ঘুমন্ত অবস্থাতেই লিখিত হইয়াছিল, ইহা লিপিকর আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য কবিতাগুলির যথার্থ প্রণেতা কে? এরূপস্থলে কোনও কোনও অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বলেন লিপিকর স্বয়ংই রচয়িতা। মনুষ্যের ভিতর দুই প্রকার চৈতন্য আছে। একটী বাহ্যচৈতন্য, যদ্দ্বারা মানব বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে; অপরটী অন্তশ্চৈতন্য। বাহ্যচৈতন্যের ইংরাজী সংজ্ঞা Supraliminal self; অন্তশ্চৈতন্যের অথবা অধস্তন চৈতন্যের নাম Subliminal বা Secondary consciousness বা Unconscious cerebration * মনস্তত্ত্ববিৎ বলেন, মানব চৈতন্য যে দুইভাগে বিভক্ত তন্মধ্যভাগে একটী প্রান্তভূমি বা চৌকাট (limen) আছে; উহার উপরিভাগে বেদনা বা চিন্তা না উঠিলে তাহা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধিগোচর হয় না। নিম্নতলস্থ বেদনাগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহা সাধারণতঃ জ্ঞানগম্য নহে। প্রগাঢ় ধ্যান ধারণা ইত্যাদির দ্বারা অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অনুভব বলে ঐগুলি আমাদের গোচর হয়। সাধকের লিখিত কবিতাগুলির এইভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল, কেহ কেহ এই মতের পোষক: আবার কোনও খ্যাতনামা প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (A. R. Wallace) বলেন, মানুষের উপর সিদ্ধপুরুষ, নির্ম্মাণকায়, দেবতা প্রভৃতির "ভর" বা আবেশ হইলে সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির বিকাশ হয়। ঈদৃশ জ্ঞানের "ভর" (Overshadow) সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শাক্য মুনি হইতে সাধারণ পর্য্যন্ত সকলের উপরই হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান কবিতাগুলি উক্ত দুই উপায়ের কোন

---

* Edward von Hartmann's "Philosophy of the unconscious," Dr. C. J. Jung's "Psychology of the unconscious" translated by Dr. Beatrice M. Hinkale.

উপায়ে লব্ধ। যদি স্বপ্নাবস্থাতেই কবিতাগুলি সাধক কর্ত্তৃক রচিত হইত, এবং জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা স্মরণমাত্র না থাকিত, অথবা "আমি কি কবিতা লিখিয়াছি" ইত্যাকার স্মরণাভাস মাত্র থাকিত, তাহা হইলে উহা অধস্তন চৈতন্যের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু লেখক ইষ্টদেবের উপদেশ পাইবামাত্র বৈজ্ঞানিকভাব বলিতে গেলে, ইষ্টদেব তাঁহার মস্তিষ্কে অথবা চৈতন্যে কবিতাটী প্রবেশ করাইয়া দিবার পরক্ষণেই জাগরিত হইয়া তিনি বিনা চিন্তায়, বিনা আয়াসে তাহা লিখিয়া ফেলিলেন। অতএব কবিতাগুলি ভগবান রামকৃষ্ণদেবের বুদ্ধিপ্রসূত, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। গত জীবনে ভগবান বঙ্গদেশের উদ্ধারকল্পে পাতনামা মাত্র করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার নির্ম্মাণকায় অদ্যাপি অনেক শুভকর সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতেছেন; তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনা গিয়াছে, জগৎ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিবে।

লিপিকরের জীবনের আর একটী ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। ১৩২১ সালের চৈত্রমাসে রামনবমীর পূর্ব্ব দিবস রাত্রি দুই প্রহরের পর তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন জগৎগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিয়রে আসিয়া বলিতেছেন যে "ইডেন গার্ডেনে ঝিলের উপরিস্থিত পুলের পূর্ব্বধারে যেখানে পাকুড় ও নারিকেল বৃক্ষ একযোগে উঠিয়াছে তাহার নিম্নে যে মূর্ত্তিখানি পাইবে তাহা তিন জন ভক্ত সমভিব্যাহারে গিয়া লইয়া আইস।" লেখক তদনুসারে সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু ও সত্যকিঙ্কর রায় এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত বৃক্ষনিম্নস্থ ঝিল হইতে একটী অতি সুন্দর ও নিখুঁত প্রস্তরময়ী "আদ্যা কালীমূর্ত্তি" সূর্য্যোদয়ের সময় উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তি ১০০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (বর্ত্তমান ২০ নং বলাই সিংহের লেন) অধুনা

পরলোকগত সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়ের ভবনে আনীত হয়। সেই সময় সেই অপূর্ব্ব "আদ্যা কালীমূর্ত্তি" বসু মহাশয়ের ভবনে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দর্শন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক হিতবাদী বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় মায়ের প্রতিমূর্ত্তি সহ ঘটনার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বিজয়া দশমীর দিবস সেই মূর্ত্তির "ফটো" রাখিয়া উহা বিসর্জ্জন করা হয়। এখন বহু গৃহে সেই প্রতিমূর্ত্তির পূজা হইতেছে।

সহৃদয় জিজ্ঞাসু পাঠক ও পাঠিকা ভক্তিনম্রহৃদয়ে শুদ্ধান্তঃকরণে কবিতাগুলি অধ্যয়ন ও হৃদয়ে ধারণ করেন ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

জমিদার, উত্তরপাড়া।

সূচীপত্র।

কর্ম্মমার্গের কথা—

জ্ঞানমার্গের কথা—

ভক্তিমার্গের কথা—

সংখ্যা	বিষয়			পৃষ্ঠা

সংখ্যা	বিষয়			পৃষ্ঠা

সংসারীর কথা—

সংখ্যা বিষয়			পৃষ্ঠা

উদ্বোধন

সৃষ্টিতত্ত্ব

স্থিতিতত্ত্ব অতি গুপ্ত রহস্যে মগন ;
আত্মশক্তি বৃদ্ধি হেতু জগৎ সৃজন।
এক আমি বহু হয়ে বহুরূপী সেজে,
একেরই মঙ্গল সদা যাচি তাঁর কাছে।
বহু রংএ বহু ঢংএ একেরে সাজাই ;
বহু গুণে বহু জ্ঞানে একেরে বাড়াই।
এক হতে অভ্যুদয় একেতে বিলয় ;
একেরে বাড়াতে সৃষ্টি প্রয়োজন হয়।
যতক্ষণ একাকারে তুই না মিশিবে,
স্রষ্টা সৃষ্টি ততক্ষণ থাকিয়া যাইবে।
লীলাখেলা হেতু নহে সৃষ্টি সমুদয় ;
কার্য্যোদ্ধার তরে জীব শিব ভিন্ন হয়॥

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকার শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর বৎসরাধিক পূর্ব্বে তাহার দেহান্তকালে তদীয় অন্তরঙ্গ শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দ ভাই বাণপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী জ্ঞানভাই ও এই দীনপ্রকাশককে অছিস্বরূপ তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচারের ভার দিয়া গিয়াছেন। তদনুযায়ী রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দৈব অনুষ্ঠানের কার্য্যেই ব্যয় হইবে, বলা বাহুল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি সামান্য ভ্রম প্রমাদ যথাসাধ্য সংশোধিত হইল। ইতি—

জ্যৈষ্ঠ ; ১৩৩৭ সাল
আদ্যাপীঠ ; দক্ষিণেশ্বর

শ্রীশৈলজাকান্ত রায় চৌধুরী
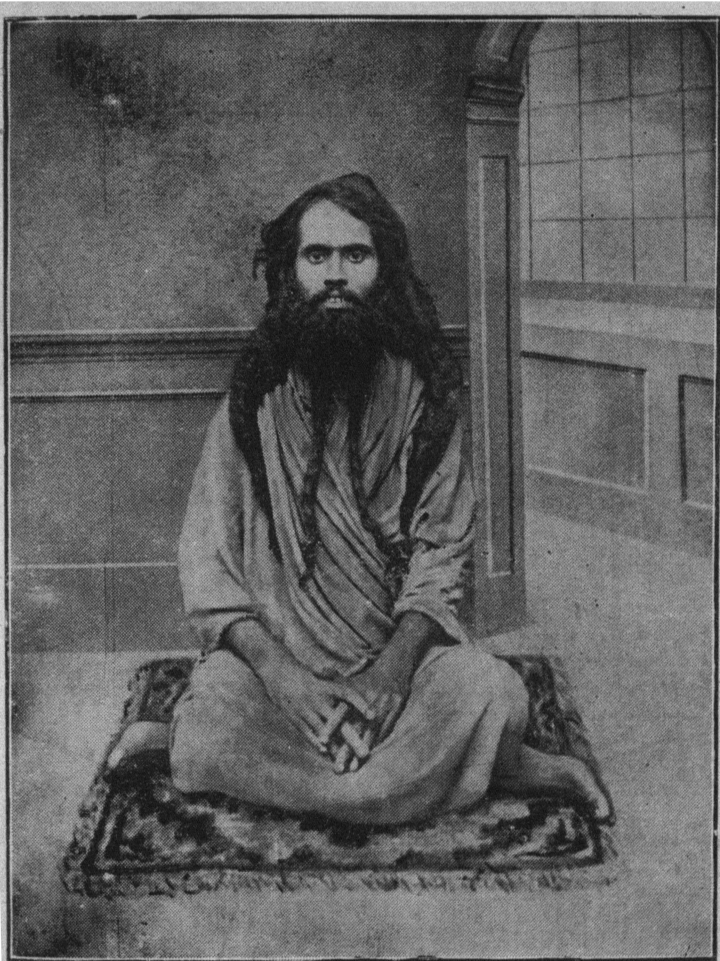
শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর
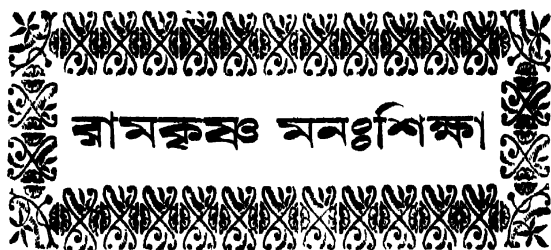
রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

কর্ম্মমার্গের কথা

কেন আসা

আসি নাই এ সংসারে
আপনারে বড় করে
আপনার মাহাত্ম্য বাড়াতে।

আসি নাই ভোগী হয়ে
স্বার্থ সুখে ভুলে গিয়ে
নিশি দিন প্রমত্ত রহিতে।

অনিত্য বিষয় বিষে
হৃদয় জ্বালিয়ে শেষে
আসি নাই ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে।

আসিনি কামিনী তরে
কাঞ্চন সংগ্রহ করে
নয়নে অঞ্জন পরে র'তে।

আসিয়াছি পরকাজে
পরবেশে পরদেশে
পরবাসে পরের সাক্ষাতে।

পরতরে প্রাণ দিয়ে
পরবোঝা মাথে নিয়ে
পরেশের পায়ে পঁহুছাতে॥

নিঃস্বার্থতা

মন ! বলি তোরে, দে না স্বার্থ ছেড়ে
পরমার্থ যদি চাও ;
পর-সুখে সুখ পর-দুখে দুখ
অন্তরে ভাবিয়া লও ;
পর তরে কর . আত্ম সমর্পণ
বিষ বিত্ত বিসর্জ্জন ;
হিংসা দ্বেষ আদি যত মনোব্যাধি
কর তূর্ণ উদ্গীরণ ।
সর্ব্বে সম ভাব সরল স্বভাব
বিবেক আশ্রয়ী মন,
প্রেমপূর্ণ প্রাণ শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞান
অহৈতুকী ভক্তি ধন ;
ছাড় কামিনীর কামের ছলনা
প্রেম বলে যারে ভ্রম ;
পরিজন সঙ্গ ছাড় বৃথা রঙ্গ
এই ত সাধন ক্রম ॥

ত্যাগ

যত বড় হও ছোট হয়ে রও
শান্তি লভিবে তাহে ;
পরতরে প্রাণ কর সবে দান
ভগবৎ প্রেম যাহে।
স্বার্থ অন্ধকারে রহিওনা পড়ে
উদার হৃদয় হও ;
উন্নত না হলে বৃথা জন্ম নিলে
ভবে তুমি কারো নও।
পরতরে সেজে এসেছ এদেশে
পর পানে ফিরে চাও ;
তোমা যে চাহিবে সেও এই ভবে
সবাই সবার হও।
তুমি না চাহিলে কে তোমার বলে
তব বোঝা ব'বে ভাই ?
তুমি চাও একে তোমা শত লোকে
চাহিবে সন্দেহ নাই।

পর দুঃখ হেরে যার অশ্রু ঝরে
আপনার ভাবে পরে,
পরের পীড়নে হানে বজ্র প্রাণে
পরে সদা বুকে করে।
কি ছার অসার রতন ভাণ্ডার
কি সুখ সে সুখ পেয়ে ?
ক্ষণকাল তরে পাই যদি তারে
লভি স্বর্গ আলিঙ্গিয়ে ॥

কর্ম্মকর্ত্তা

ভাব মন ! তাঁর দেশে পাঠায়েছে তোরে
সত্য পথে থেকে তাঁর কর্ম্ম করিবারে ;
মিথ্যা জ্ঞান আমি তুমি আমার তোমার,
মিথ্যা পরিজন সঙ্গ সম্বন্ধ বিচার ;
ধন মান জাতি কুল গর্ব্ব অহঙ্কার,
জীব ভাব মাত্র ইহা বিষয় বিকার ;
যে না ভাবে মোহে ডুবে কর্ম্মকর্ত্তা তিনি,
কূট কর্ম্মজালে বদ্ধ রয় সে অজ্ঞানী ॥

চতুর সাধক

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

যা কিছু পবিত্র অতি, হয়ে সদা শুদ্ধ মতি
প্রেম প্রীতি ভালবাসা বাৎসল্য মধুর,
নির্ম্মূল করিয়ে যেবা, করে বিভু পদ সেবা
তাঁর প্রীতি তরে শুধু সে বড় চতুর ॥

আত্মপর

পর অমঙ্গল তরে যাহা আয়োজন
নিজের বিপদ সিন্ধু তা হতে খনন ;
পরসুখ অভিলাষে অভিলাষী সদা
যেই জন, সে সুজন সুখী সরবদা ॥

পরোপকার

পর উপকার ব্রত করিয়া ধারণ,
কর্ম্মবীর কর্ম্মক্ষয় করে অনুক্ষণ ;
পরের পীড়নে যার প্রবৃত্তি ভীষণ,
দৈব বলে বলীয়ান সে নহে কখন ॥

পরার্থতা

পরসুখে যেই জন প্রতিবাদী হয়,
প্রতিপদে অমঙ্গল তাহার নিশ্চয় ;
পরদুঃখ হেরে যার সদা অশ্রু ঝরে।
পরেশের প্রেমমাল্য সেই অন্তে পরে ॥

নিষ্কাম কর্ম্ম

ধর্ম্ম কর্ম্ম সবে করে দান বিতরণ ;
কজন পরে না বল স্বার্থ আভরণ ?
সঙ্কল্পবিহীন কর্ম্ম উপাস্য যাঁহার,
তাঁর পদানত ধর্ম্ম, স্বর্গ কোন ছার ॥

কর্ম্মাকর্ম্ম

কেন পান্থ শ্রান্ত হও বৃথা কর্ম্ম নিয়ে ?
হের কি কুকর্ম্মে তোমা রেখেছে ঘিরিয়ে ;
স্বার্থ ছাড় কর্ম্ম কর সঙ্কল্পবিহীন
অবশ্য লভিবে ইষ্ট ভক্তি সমীচীন।

ৰ্ম্মযোগ

কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম নিষ্কাম যাহার মর্ম্ম
হেন বর্ম্ম হৃদে শোভে যাঁর ;
ধার্ম্মিক তাঁহারে কই তাঁর সম কেউ নই
যত করি পূজা পাঠাচার।
সে বর্ম্ম ভেদিতে পারে নাহি কেহ ত্রিসংসারে
সে যে প্রেম পূর্ণ পদ্মাসন ;
পরমেশ যোগাসনে, বসি তাহে নিশি দিনে
হেরিতেছে সে ইন্দুবদন।
দ্বেষ ঈর্ষা অহঙ্কার অবিবেক অত্যাচার
তাঁর ভয়ে দূরে সদা রয় ;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাঁরে সদা করি লক্ষ্য
জীবে শিক্ষা দেয় সমুদয়।
ঐহিক ঐশ্বর্য্য যত তাঁর করতলগত
যারে তারে করিতেছে দান
পরমার্থে মগ্ন প্রাণ পরম পুরুষে ধ্যান
অন্বেষণ পরের কল্যাণ।

পক্ষপাতশূন্য মন সদা সত্য আলাপন
সদয় সতত দুখী জনে ;
মায়ামুগ্ধ নহে কভু হৃদিপটে আঁকা বিভু
ভাবে মোক্ষ কর্ম্ম অবসানে ।
রজ তম গুণনাশ ক্রমে সত্ত্ব স্থবিকাশ
ভক্তিপথে সতত বিহার ;
সাধুজন স্থখ সেব্য সহিষ্ণু ও সভ্য ভব্য
আশ্রয় স্বরূপ সবাকার ।
হেন ভাবে গড়া যাঁরা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মী তাঁরা
তাঁদের সেবায় ধর্ম্ম রয় ;
অন্যথা সংসার বাসে বদ্ধ রয়ে মায়াপাশে
যাহা কর মুগ্ধ ! দগ্ধ হয় ॥

নিবৃত্তিমার্গ

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শৌচ শুচি ও অশুচি
গুণযুক্ত জীব ভাব, চৈতন্য সমানে।
তথাপি নিবৃত্তি মার্গ শ্রেয়ঃ সাধু রুচি
ইড়া পিঙ্গলার নাশ, বাস সত্ত্ব গুণে॥

ভ্রম

শুক্তিতে রজত ভ্রম ভার্য্যাতে প্রণয়
রজ্জুতে সর্পের ভয় ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষয়,
আকাশকুসুম যথা সকাম সাধনা,
বামনের চাঁদে হাত ভোগীর অর্চ্চনা॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি

কুপ্রবৃত্তি কলুষিত চিত্ত নহে যার,
সন্তুষ্ট সকল কার্য্যে ভগবান তার।

(ক) প্রবৃত্তির পথে কিম্বা করে বিচরণ
নিষ্কামে নির্ম্মল চিত্ত করেছে যে জন,
সেও লভে পরমেশ ঐশ্বর্য্য মহান্
ক্রমে প্রেমময় মূর্ত্তি হেরে মূর্ত্তিমান।

(খ) সকাম হয়েও যেবা বাসনা শৃঙ্খলে
আবদ্ধ না রয় তারে ভাগ্যবান বলে ;
সেও উচ্চতম স্থান করে অধিকার ;
সাধুজন ধন্যবাদ সদা করে তার।

(গ) স্বার্থপরতার সীমা করে অতিক্রম
সকামতা অতি দূরে যে করেছে ত্যাগ ;
সাধুজন মধ্যে তার অতি পরাক্রম,
সেই লভে ষড়ৈশ্বর্য্য বিভু অনুরাগ।

(ঘ)　এই হয় দুরত্যয় ভববৈতরণী,
ভেবে ইহা যেইজন সতর্ক না রয় ;
কে বলে তাহারে জ্ঞানী অতি মুগ্ধ প্রাণী,
বিধাতাবিমুখ মূঢ় চিত্ত মোহময়।

(ঙ)　"মিথ্যা এসংসার　　সত্য প্রাণাধার
পরমেশ প্রেমময়"—
এই ভাব যার　　সেই পায় পার
বিবেকী তাহারে কয় ;
সেই পায় শান্তি　　যায় মোহ ভ্রান্তি
অহেতুকী ভক্তি লভে ;
কাটে মায়াপাশ　　ফুটে প্রেম-হাস
বদ্ধ নাহি রয় ভবে ॥

সৎপরামর্শ

যে বিষয় নিয়ে তুমি বিব্রত ভীষণ
বল দেখি মৃত্যুশেষে কে হেরিবে মন ?
কোথা রবে দারাপুত্র প্রিয় পরিজন ?
কেহ কি সঙ্গের সাথী হইবে তখন ?

পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহ আর না হেরিবে কেহ
আর না লভিবে তুমি প্রিয় সম্বোধন ;
জগতের কোন কাজে আর না আসিবে সেজে
সবাই তোমার নাম হবে বিস্মরণ।

এখনও সময় আছে আপনার ইষ্ট কাজে
কর তূর্ণ কর মন ! আত্ম সমর্পণ ;
আত্মাকে চিনিয়া লও আত্মধর্ম্মে ব্রতী হও
এখনও সাধিলে হবে ব্রত উদ্‌যাপন ॥

সাত্ত্বিকতা

দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী কিম্বা সাজ ব্রহ্মচারী
  ডোর কপিন লয়ে বা গৈরিক বসন ;
ধর শিরে জটাভার পর চর্ম্ম মাল্য হার
  অথবা বৈষ্ণব মালা তিলক সেবন ;
না লভিবে প্রেমতত্ত্ব না লভিলে জ্ঞান সত্ত্ব
  সত্য না হইলে ভাই সারথি মনের ;
নিষ্কাম কর্ম্মেতে মতি আসিবে না নামে রতি
  পারিবে না ঘুচাইতে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের ॥

জ্ঞানমার্গের কথা
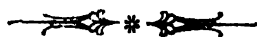
কে আমি

আমি সেই প্রেমামৃত

পুণ্য সাগরোদ্ভুত

পরম পবিত্র আত্মারূপী ;

আনন্দের সূক্ষ্মাধার

চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার

আছি সদা সর্ব্বশক্তিব্যাপী ;

অসীম ক্ষমতা মম

অদ্বিতীয় বীর সম

প্রচণ্ড ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ;

জ্ঞানমার্গের কথা

জাগালে আমারে আমি
সাজিরে জগৎস্বামী ;
কে করিবে আমার সে মাপ ?

নশ্বর সম্পদ সুখে
কিংশক্তি ভুলায়ে রাখে
কার সাধ্য মোরে জয় করে ?

রিপুদের রাজা আমি
ইন্দ্রিয়ের গৃহস্বামী
সকলে আমার পায়ে পড়ে।

আমি কি ডরাই কারে
কিম্বা ভাবি কারু তরে
আমাতে সকলে করে বাস ;

আমি যদি ইচ্ছা করি
মুহূর্ত্তে করিতে পারি
সকলের একা সর্ব্বনাশ।

পারে কি সংসার
মায়াকরে তার
স্পর্শিতে আমার দেহ ?

কিম্বা মোহনারে
ডুবাইয়া মোরে
আঁধারে রাখিতে কেহ ?

শোয়াইয়ে হায় !
কুসুমশয্যায়
কামিনী ভুলায় যদি ;

পুরুষ বলিয়ে
পরিচয় দিয়ে
বাঁচাই ত মহা ব্যাধি ॥

আত্মজ্ঞান

কে তুমি জানিতে হলে স্থির কর মন ;
ইন্দ্রিয়ের বশে যথা রিপু নির্য্যাতন।
আত্মার উপাধি মন মায়া বিজড়িত ;
মায়া ত্যাগে মুক্ত মন ক্রমে আত্মগত।
বুদ্ধি হয় আত্মজন্য চূর্ণ অহঙ্কার,
দূরে যায় জীব ভাব বাসনা বিকার ;
অতঃপর ধর্ম্মে কর্ম্মে হয় জ্ঞানোদয়।
তা হতেই স্থির মন চিত্ত বৃত্তি ক্ষয় ॥

সোঽহম্

সোঽহমিতি দেব-ভাব সহজে না ঘটে,
যোগৈশ্বর্য্যে অহরহঃ ডুবে থাকতে হয়,
আপনারে যেই জন হেরে সর্ব্বঘটে
সেই সে পরমহংস, পূত প্রেমময় ॥

জ্ঞানবান্

আপনারে ছোট করে বড় করে পরে
চিরসুখী সেই জন অবনী মাঝারে।
পর সুখ ভাবে সদা নিজ তরে নয়,
সেই সে পরম জ্ঞানী পুণ্য প্রেমময়॥

মায়াজাল

ধূ ধূ রবে ওই চিতার অনল
জ্বলিছে যেথায় পোড়াতে সকল
সপ্ত কাষ্ঠ দিয়ে বলে হরিবোল
ফিরে আর নাহি চায়;

জ্ঞানমার্গের কথা

চলে যায় ঘরে আত্মীয় স্বজন
সকল সম্বন্ধ করিয়া মোচন
কিছুদিন পরে হয় না স্মরণ
সে কেমন ছিল হায় !

এমন সংসারে বল কার তরে
আবদ্ধ রহিব ভুলে আপনারে
পচিতে সতত নরক মাঝারে
কেহ নাহি ভাবে তায়।

আশ্চর্য্য কি আছে ইহা হতে আর
ধন্য মায়া তুমি ! মূরতি তোমার
না জানি কেমন কে করে বিচার
ছুটে আসে ছুটে যায়।

কার তরে আসে কেনই বা আসে
না জানি কি আশে কোথা হতে আসে
এসেই বা শেষে কোথা যায় ভেসে
কভু কি গো ভাবে তায় ?

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

জীব ভাব নিয়ে উন্মত্ত সদাই
অহরহঃ জ্বালা, শান্তি লেশ নাই
ভেবে তবু 'আমি আমার' সবাই
কুবিষয়ে ডুবে যায়।

চৈতন্য সঞ্চার কিছুতে না হয়
মৃত্যুজালে সদা জড়ীভূত রয়
আসিবে যখন শমনের ভয়
করিবে রে হায়! হায়!

তপ্ত অশ্রুজলে ভাসিবে সেকালে
হেরিবে না কারে আপনার বলে
ভাসিয়ে সতত অকূল সলিলে
নিমজ্জিত হবে তায়!

করাঘাত করে শিরে বারে বারে
বলিবে তখন 'কি মায়া নিগড়ে
বদ্ধ থেকে হায়! ডুবিনু এবারে
মোহে মাঝ দরিয়ায়!

জ্ঞানমার্গের কথা

'হে অনাথ-নাথ ! পতিত-পাবন !
কর এ অজ্ঞানে দয়া বিতরণ
অকূলে ডুবিয়ে স্মরিগো এখন
রাখ দাসে রাঙ্গা পায়।

'হয়েছে এবার ভুল সংশোধন
মজিবে না মোহে এ মূঢ় কখন
উদ্ধার হে বন্ধো ! বিপদ-বারণ !
তুমি বিনে নিরুপায়।

'তুমি বিনে আর হেরিনাকো কারে
তুমিই অন্তরে তুমিই বাহিরে
তুমি ধন জন সব একাধারে
আর যত স্বপ্ন হায় !'

তাই বলি মন ! এখনও স্মরণ
করনা তাঁহারে শান্তির কারণ
কেন অবশেষে হতে জ্বালাতন
ভুলিয়া রহিলে তাঁয় ?

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

ভুলিও না তাঁরে ভুলিও না মন !
কর সদা তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন
দূরে যাবে পাপ শমন শাসন
ঘুচিবে রে ভব দায়

প্রতিকার

প্রতিজ্ঞা তোমার রহিবে না আর
ধৈর্য্যের ভাণ্ডার ভেঙ্গে যে যাবে,
হের যদি তার অধর আঁধার
মোহের বিকার অমনি হবে ।
শুন সুবচন ওরে মূঢ় মন !
আসক্তি ভীষণ করিতে ত্যাগ,
সাধু সঙ্গ কর সত্ত্ব বেশ ধর
সদ্‌গ্রন্থ পড় সাত্ত্বিক ভাগ ॥

সুসঙ্গ

শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞান যাঁর নিষ্কাম কর্ম্মেতে তাঁর
রয় মতি অনিবার সদাচার ভজে ;
বিবেক বৈরাগ্যাশ্রয়ী মন সর্ব্ব রিপুজয়ী
ইন্দ্রিয় গর্হিত কার্য্য বিষবৎ ত্যজে ।
অধরে বিধুর হাসি অন্তরে আনন্দ রাশি
সন্তোষ মন্দিরে বাস অহরহঃ করে ।
দয়া ধর্ম্ম সরলতা একনিষ্ঠ একাগ্রতা
তাঁহার আধার হয়ে তাঁহাতে বিহরে ।
সে জন সুজন কয় জীব চক্ষে শিব হয়
পতিত-পাবন প্রিয় পরেশের সদা ।
সে জন যে দেশে রয় সে দেশ পবিত্র হয়
সে সঙ্গ সুখের কয় সাধু সরবদা ॥

———

জীবশিব

অষ্ট প্রকৃতির বশে, থেকে জীব ফল আশে
করে কর্ম্ম, তাই আসে ভবে বারম্বার।
কিম্বা কোথা জীবে শিবে পার্থক্য করেছে কবে ?
অব্যক্ত ও ব্যক্ত ভাব দুইই তাঁহার।
ঊর্দ্ধরেতা যেই জন স্থির বুদ্ধি দেহ মন
সেই শুধু জানে তত্ত্ব সেই হয় লয় ;
কিংবা যে প্রকৃত ভক্ত নহে কর্ম্ম পরতন্ত্র
শুদ্ধ মুক্ত সেই জন তত্ত্বজ্ঞানী হয় ॥

সন্ধান

অবিদ্যাই এ সংসার বন্ধন কারণ ;
জন্মিলে বিবেক জ্ঞান সংশয় ছেদন।
আসক্তি বিনাশে মুক্তি জ্ঞানী জন কয়
ইহা হতে সত্য মুক্তি সম্ভব না হয় ॥

সাধন সোপান

বিবেক হইতে জ্ঞান আসক্তি বিনাশ
অনাসক্ত হলে তবে উপজে বিশ্বাস।
বিশ্বাসে সুস্থির চিত্ত ক্রমে ভালবাসা ;
ভালবাসা হতে ভক্তি ব্যাকুল পিপাসা।
তা হতেই দৈন্য ভাব সেব্য ও সেবক,
ক্রমে প্রেমপূর্ণ প্রাণ পবিত্র সাধক॥

মুমুক্ষু

মোক্ষ অভিলাষী যারা ভাবে কি মরণ তাঁরা
গুরু উপদেশে সদা লক্ষ্য ইষ্টপদে।
আত্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান প্রণবে বিশুদ্ধ জ্ঞান
মতিমান ধনবান সাত্ত্বিক সম্পদে।

হয়ে শূন্য অহংজ্ঞান করে জপ তপ ধ্যান
দান আদি সত্ত্ব গুণী শুভ অনুষ্ঠান ;
সাধু ভাবে অবস্থান সর্ব্বজীবে আত্মদান
সাধুসঙ্গ হয় মোক্ষ ব্রত উপাদান ॥

অভেদ

পিতা হতে মাতা বড়, একথা অপ্রিয় বড়
উভয়েরে সমজ্ঞান কর।
আছ বাৎসল্যের ডোরে, বাঁধা উভয়ের করে
কারো বাঁধ ছিঁড়িতে না পার।
যে বলে অমুক বড় তূর্ণ তার সঙ্গ ছাড়
পাত্রভেদে জলভেদ নয় ;
যার হেন ভেদ জ্ঞান সে পাষণ্ডী সে অজ্ঞান
সাধু সদা ভণ্ড তারে কয় ॥

জ্ঞানাষ্টক

অবলা অধর নহে গরল আধার,
বৈভবেই পরাভব দুঃখ দুর্নিবার ॥ ১ ॥

সংসার অসার নহে, নহে নিরাপদ—
ত্রিতাপ পরীক্ষা সদা বিফলে বিপদ ॥ ২ ॥

কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেউ কিছু নয়।
জীব ভাবে শত্রু মিত্র চৈতন্যে বিলয় ॥ ৩ ॥

তর্ক কর, স্বার্থ ছাড়, ছাড় জীব ভাব।
আপনি আসিবে প্রেম ভক্তি অনুরাগ ॥ ৪ ॥

কি আমীর কি ফকির কি হিন্দু যবন ;
যে লভে ঈশ্বর প্রেম সেই মহাজন ॥ ৫ ॥

হাতে কর কাজ মুখে বল হরি
মনেতে বিবেক তত্ত্ব তবে ত সংসারী ॥ ৬

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপ হেরে জ্ঞানিগণ।
ভক্ত চক্ষে ইষ্ট মূর্ত্তি পুলক বদন ॥ ৭ ॥

শিক্ষক বহুল ভবে শিক্ষার্থী যে নাই।
সুশিক্ষার্থী হয় যারা বলিহারী যাই ॥ ৮

জ্ঞানার্জ্জন

এ জীবন চিরদিন রবে না তোমার ;
সুখী হতে আসনি হেথায়।
ভোগ নহে জীবনের উদ্দেশ্য মহান ;
জ্ঞানার্জ্জন শান্তির সোপান ॥

ভক্তিমার্গের কথা

ভক্তিলাভের উপায়

ভক্তি রত্ন পেতে হলে বিবেক বারিধি জলে
নিমজ্জিত রও সদা বৈরাগ্য আশ্রয়ে।
সত্ত্বগুণ শিরে ধর সাত্বিক আহার কর
সাধু সঙ্গ অহরহঃ একনিষ্ঠ হয়ে।
বিষয়বাসনা ব্যূহ, পরিজন সঙ্গ মোহ
পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহ পরেশে অর্পণ।
পবিত্র রহিবে সদা ভুঞ্জি ইষ্ট নাম সুধা
হেরিবে সতত সাধুচরিত্র দর্পণ।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

পড়িবে পবিত্র গ্রন্থ　　　হয়ে স্থির ধীর শান্ত
সাধু সন্ত সেবা হবে জীবনের ব্রত।
অনাথ কাঙ্গালে দয়া　　　ত্যজিবে সংসার-মায়া
হরিনাম রবে মনে মুখে অবিরত।

স্বধর্ম্মে সতত মতি　　　সুপথে মনের গতি
সতীকীর্ত্তি গুণগান মাতৃ সম্বোধন।
পরনারী না হেরিবে　　　হেরিলে না কথা কবে
হেঁটমুখী হয়ে রবে স্মরি নারায়ণ।

পরসুখে সুখী হবে　　　পরচর্চ্চা না করিবে
পরপত্নী না নিন্দিবে মন্দ হয় হোক।
পরতরে প্রাণ দেবে　　　পরকে না দিতে কবে
আত্মজন মৃত্যু হেরে না করিবে শোক।

এক স্থানে না রহিবে　　　এক বস্তু না ভুঞ্জিবে
স্মরণে সতত রবে ইষ্ট আপনার।
অভীষ্ট পূরণ তরে　　　রবে লাজ নম্র শিরে
কোন কার্য্যে না দেখাবে স্বীয় অহঙ্কার।

কণা অহমিকা র'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাবে জ্বলে
পাপের অতল তলে সাধনা লুকাবে।
নিষ্কামে না হবে মতি কুকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-গতি
না বুঝিবে রীতিনীতি বিপত্তি ঘটাবে।
সেবা অপরাধ আদি যেন না পশয়ে ব্যাধি
পাষণ্ডী আচার আর পাপ প্রলোভন।
সদা সাবধানে রবে অহংবুদ্ধি ভেঙ্গে দেবে
"তোমারি সেবক আমি" মুখে এ বচন।
"সুপথে লইয়া যাও সুমতি এ দাসে দাও"
হেন যাচ্ঞা সরবদা দেব দ্বিজ পাশে।
গুরু উপদেশ মত সাধিবে স্বকার্য্য যত
লাভ হবে ভক্তিতত্ত্ব তবে অনায়াসে॥

জীব ভাব

সংসারে আসক্তি যার সে কি পায় ভক্তি তাঁর
ঘটে কি গো ভাগ্যে তার সতের সন্ধান।
সতত পোষয়ে রোষ সাধে যত কর্ম্মদোষ
সন্তোষ তাহার শত্রু মিত্র অকল্যাণ।
করয়ে ইন্দ্রিয়সঙ্গ নিয়ে সদা নানা রঙ্গ
ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ কর্কশ স্বভাব।
জড়ায়ে বাসনা-পাশে ত্বরিতে জীবন নাশে
মিত্র কাঁদে শত্রু হাসে নিয়ে ভব ভাব॥

প্রেমিক ভক্ত

কামনাবিহীন কর্ম্ম ইষ্ট উপাসনা
ক্ষুধাতুরে ধন দান নির্ম্মূল বাসনা।
ছোট বড় সমজ্ঞান সদা সুখে দুঃখে
সেই সে ভকত প্রিয় প্রেমে পূর্ণ থাকে॥

নিদ্রাভঙ্গ

ত্যজি স্বার্থ সুখ ভাবে যে সমানে
"পাব কি সতের সন্ধান জীবনে ?
কি উপায়ে পাব কে আছে তা জানে
কি বিধানে তাঁরে পায় ?

"অনাদি অনন্ত বিরাট আকারে
ডাকিব কি বলে, কিরূপে তাঁহারে
আঁকিব সতত হৃদয় মাঝারে
ভাবিব মূরতি হায় !

কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পতি হন যিনি
সত্ত্ব রজ তম গুণাতীত জানি
কি করে তাঁহারে কল্পনায় আনি
ধ্যানে যাঁরে নাহি পায় ?

"বহু বহু জন্ম সাধনার ফলে
লভে তত্ত্ব যাঁর অতি ভাগ্যবলে
আমি হীন হয়ে পাব কি কৌশলে
হেরিবারে প্রেমরায় ?"

এ ভাব যাহার হৃদয়ে সতত
সাধু জন বলে সেই সে ভকত
কলিতে সে লভে জ্ঞান প্রেমামৃত
যা হতে সন্দেহ যায়।

সংসারের জ্বালা ক্রমে দূর হয়
সকল অভাব অশান্তি বিলয়
সেই হেরে তাঁরে অন্তিম সময়
অনন্তে মিশায়ে যায়।

জপ তপ যোগ কলিতে না হয়
মনের চাঞ্চল্য হয় না বিলয়
স্বার্থশূন্য হয়ে ভাবে মুগ্ধ রয়
যে জন সে লভে তাঁয়

অনাথের সেবা পর-উপকার
কলিতে এ হতে ব্রত নাহি আর
অন্নদান যজ্ঞ অশ্বমেধ সার
ভূদানে বৈকুণ্ঠ পায়॥

কৃষ্ণপ্রেম

নাহি হৃদে যার সত্যের আধার
কৃষ্ণপ্রেম পুণ্যের সোপান।
বৃথা জন্ম তার যাতায়াত সার
পাপমূর্ত্তি প্রেত বিদ্যমান।
কৃষ্ণ-ভক্তি-হার গলে শোভে যাঁর
সর্ব্বজীব কল্যাণ প্রসূন।
সর্ব্ব কালে সদা লভে সে মর্য্যাদা
ভাবে লাভে সে জন নিপুণ।
যাঁর মনোমাঝে কৃষ্ণভক্তি রাজে
কৃষ্ণভাবে হৃদয় সুদৃঢ় ;
তুচ্ছ ব্রহ্মপদ ইন্দ্রত্ব সম্পদ
কৃষ্ণ হতে কৃষ্ণভক্ত বড়।
ভক্ত অপমানে দেববক্ষে হানে
তীক্ষ্ণ শেল বজ্রের সমান।
ভক্তসুখে সুখী ভক্তদুখে দুঃখী
ভক্তমানে কৃষ্ণের সম্মান ॥

ক্রূরমতি

রসনায় সরলতা হৃদে আঁকা কপটতা
সে কি বুঝে ব্যথিতের ব্যথা ?
সে মহা পাষণ্ডী হয় ক্রূরমতি তারে কয়
তার হৃদে বিষকুম্ভ গাঁথা ;
তার সঙ্গ পরিহর তার দেয় দূর কর
না লইও মুখে তার কথা ;
সে জন ভকত হলে ভক্তি যাবে গঙ্গাজলে
হবে দেব ভাব আবিলতা ॥

অহেতুকী ভক্তিলাভ

সর্ব্বত্যাগী না হইলে ভগবানে পাওয়া ভার ;
সর্ব্বস্ব যাহার পণ সে লভে সন্ধান তাঁর।
সুখে দুঃখে রোগে শোকে সর্ব্বজীবে সমভাব
যার হয় সেই ধন্য ! তারি ভাগ্যে ভক্তিলাভ ;
সেই ধন্য ! তারি হয় অহেতুকী ভক্তিলাভ ॥

কীর্তন

ভগবৎভাবে রও বিভোর সতত ;
সেই মুখ্য প্রেমপূর্ণ কীর্তন প্রকৃত।
স্তোত্র মন্ত্র গানে গৌণ কীর্তন ভক্তের
রুচি আকর্ষণ হেতু না হয় মোক্ষের ॥

কুসঙ্গ

কামুক কৃপণ ক্রুর কুটিল কর্কশ,
কদাপি না হয় তারা ভুলে ভক্তিবশ।
ভক্তজন এ পাঁচের সঙ্গ না করিবে ;
পরশ্রীকাতর খল বিষবৎ ত্যজিবে।
পরের পীড়ক সদা পরনিন্দাকারী
আত্মীয় হলেও যেন নয়নে না হেরি।
পশুপ্রবৃত্তিতে কিম্বা পাপ অনুষ্ঠানে
যে জন করয়ে ধন অর্জ্জন সমানে

হলেও সে রাজবংশী রাজকর্ম্মচারী
লুকাবে নিজেরে ভক্ত অহি মনে করি
জ্ঞানী বলে জ্ঞান বলে সে সবেও তরি
পরদারলোভী যেন মৃতও না হেরি।

বিষয় বিষ

বিষয়ীর সঙ্গে যেবা রয় নিরন্তর
হলেও সাধক ভক্ত লভে নীচ স্তর;
বিষয় বিষের জ্বালা সঙ্গী জ্বালাময়;
এ সব সংস্রব ত্যাগ করে মহাশয়॥

মুক্তিমন্ত্র

ছাড় স্বার্থ শত্রু মিত্র ভাব অভিনয়
যুবতী প্রসঙ্গ সঙ্গ বৃথা বাক্য ব্যয়;
ছাড় রঙ্গ যাহে ভঙ্গ কর্ত্তব্য মহান্
তবে ত হেরিবে মন মুক্তির সোপান॥

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ

ধর্ম্মের দুর্গতি ভেবে কেন ভ্রান্ত মন !
ক্ষান্ত হও ধর্ম্মপথে হতে অগ্রসর ?
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি লাভ করে জীবগণ ;
কি করে বুঝিবে নর না বুঝে অমর ?

ধ্যান

বসিয়া নির্জ্জন স্থানে নিমীলিত দুনয়নে
এক মনে ভাব বিভু ঐশ্বর্য্য মহান !
কিম্বা চিন্ত সে চরণ হয়ে ভক্তিযুক্তমন
ভিন্ন জন যেন কভু না পায় সন্ধান ॥

নারীর কথা
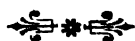
স্ত্রীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য

স্ত্রীজাতির প্রতি কেন অনাদর ?
কেন দুঃখে হায় ! ঝরে আঁখিলোর
সদা পরাধীন পরের কিঙ্কর—
বদ্ধ গৃহ আঙ্গিনায় !

নাহি শিক্ষাদান নাহিরে সম্মান
লজ্জাভারানত মুখ ম্রিয়মাণ
না পাইবে সভা সমিতিতে স্থান
কিম্বা কোন মন্ত্রণায়

নারীর কথা

আনন্দের কোন রঙ্গ অভিনয়ে
স্বাস্থ্যভঙ্গ হলে ব্যায়াম বিষয়ে
পায়নাকো কোন পথ জ্ঞানোদয়ে
সংসার সংগ্রামে হায় !

জীবনের লক্ষ্য শুধু কি তাদের
মোহ মলিনতা নিয়ে জগতের
ভাসিতে সংসার আবিল স্রোতের
খরস্রোতে সর্ব্বদায় !

দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ রহিয়ে
জাগতিক যত মাথে টেনে নিয়ে
দিতে আত্মবলি পুরুষের পায়ে
এসেছে সে এ ধরায় !

তারাই কি শুধু উদ্দেশ্যবিহীন
এসেছে জগতে সাজিয়া অধীন
সাধুরাও হায় ! বলে মন্দ হীন
নরক সমান তায় !

অবিশ্বাসী অতি কলুষ প্রকৃতি
নাগিনী বাঘিনী মোহিনী সে জাতি
কেউ বলে দ্বার নরকের ভাতি
যার মনে আসে যায়।

কেন তারা এত হীন পদানত ?
মাতৃজাতি হয়ে ঘৃণার্হ সতত ;
হে অজ্ঞ সমাজ ! হইতে উন্নত
থাকে যদি অভিপ্রায় ;

আশু হেন ভাবে কর পরিহার
টেনে লও মাথে নারীশিক্ষা ভার
পরাইয়া দাও গলে জ্ঞানহার
হাসিবে ধরণী তায়।

ভাসিবে সকলে সম প্রেমস্রোতে
যাবে মলিনতা ভারত হইতে
ছুটিবে সবাই উন্নতির পথে
মাতৃমন্ত্রে পুনরায়।

শাক্ত নাহি হলে শক্তি কিসে মিলে
পূজ মাতৃজাতি জ্ঞান-ভক্তি-ফুলে
ভাসাও সতত আনন্দহিল্লোলে
মহত্ত্ব বাড়িবে তায়।

আর্য্য ঋষি আদি পৌরাণিকগণে
জ্ঞান ভক্তি শ্রদ্ধা বিদ্যা বুদ্ধি দানে
পূজিত নারীকে যে বিধি বিধানে
দাঁড়াও সে মহিমায়।

একমাত্র কর্ত্রী সর্ব্বমূলাধার
নারী বই ভবে বল কেবা আর ?
তার প্রতি যদি ঢাল অত্যাচার
বীরত্ব প্রভুত্ব হায় !

কোথা রবে আর কমনীয় ভাব
দয়া মায়া স্নেহ পূত অনুরাগ
সহানুভূতি বা সরল স্বভাব
সৎ উচ্চ অভিপ্রায় ?

কিসে যাবে দুঃখ লাঞ্ছনা দুর্গতি
আসিবে সাদর সম্মান সম্মতি
রবে স্মিতমুখী নারীর সুনীতি ?
স্বার্থত্যাগ সর্ব্বদায় ?

যে গৃহে নারীর সুখের খবর
নাহি বিদ্যা শিক্ষা শ্রদ্ধা সমাদর
সদা মর্ম্মাহত কুণ্ঠিত কাতর
লাঞ্ছনা দুর্গতি ভোগ—

দেব পিতৃলোক অপ্রসন্ন সদা
বাড়ে সকলের পাপ তৃষ্ণা ক্ষুধা
দলিত সেথায় মায়ের মর্য্যাদা
রয় পূর্ণ রোগ শোক ।

প্রকৃতি বিরোধ

নারী হয়ে যদি প্রকৃতি বিরোধী কি কাজ জীবনে আর ?
কুসুমের হারে যদি অঙ্গ পোড়ে ছিঁড়ে ফেল গ্রন্থি তার।
ভালবেসে যদি দুঃখ নিরবধি—ভালবাসা ব্যাধি তোর ;
ভেবে ভগবান কর আত্মদান কেটে যাক মোহঘোর ॥

সুশিক্ষা

সযতনে সুজনক যেমতি শিশুরে
সুশাসনে রাখে সদা শিষ্টতা গঠনে,
তথা পতি মহামতি আপন পত্নীরে
শাসনে সংসার শিক্ষা দিবে সাবধানে
নহে মন ! নির্য্যাতন সদা অত্যাচার
পদে পদে অপমান অসন্তোষ সার ॥

কুপত্নী

পতিসুখে যেই নারী সুখী নাহি হয়
পতিনিন্দা মুখে সদা অসন্তোষে রয়,
সে নারী ধর্ম্মের অরি মহামারী প্রায়
সংসার করিয়ে গ্রাস কুপথেতে ধায় ;
অমূল্য সতীত্ব রত্ন চিনিতে না পারে ;
বিশ্বাস তাহাতে বাস কদাপি না করে।
অতএব সাধুজন ! সে পত্নী ভীষণ
স্ব স্ব ধর্ম্ম অঙ্কে স্থান দিবে না কখন ॥

নারী

নারী হয় মহামারী অরি বিবেকের ;
বিবেকীর বন্ধু সদা ধাত্রী জগতের।
জ্ঞানদাত্রী মায়ামূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি সংসারীর ;
বিষয়ীর বিষদৃষ্টি রিষ্টি প্রণয়ীর।

নষ্টচন্দ্র সম ব্রহ্মচারীর সর্ব্বদা ;
মূর্ত্তিমতী জড় বুদ্ধি বিদ্যার্থীর সদা।
কামিনী মাথার মণি মানি কামুকের ;
জ্ঞানী নেত্রে মাতৃমূর্ত্তি প্রসূতি জীবের
সতেরি সহধর্ম্মিনী অসতের শনি,
স্বকুলনাশিনী কেহ কুল বিবর্দ্ধিনী ॥

সতী অসতী

পরিণয় বিষময় সকলের নয় ;
যার পতিরতা নারী সে সুখী নিশ্চয়।
যেই নারী অত্যাচারী অপ্রিয়বাদিনী
পর পুরুষেতে মন নামেতে হস্তিনী,
সে নারী স্বামীর অরি পাপ প্রতিকৃতি
তাহার সংসর্গে কভু নাহি অব্যাহতি।
রাহু গ্রাসে রবি শশী যথা হীন হয়,
তেমতি অসতী সঙ্গে পুরুষত্ব ক্ষয় ॥

পরিণয়

পরিণয় সুপবিত্র স্বর্গীয় সংস্কার ;
পূত পারিজাত সম সৌরভ তাহার ।
কিন্তু যেথা প্রেম নয়, কাম-অভিনয়
পর্য্যুষিত পূতিগন্ধ প্রসূন নিশ্চয় ।
প্রেমপূর্ণ হয় যদি দোঁহাকার প্রাণ
কে বলে উদ্বাহ নহে মুক্তির সোপান ?
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সিদ্ধি হয় তায় ;
সার্থক সে নরজন্ম ঘুচে সব দায় ॥

মোহের ছলনা

পাপিনীর প্রেমমাল্য কালকূটে ভরা,
বিষধর সম তারা স্বার্থের পসরা ;
অবিশ্বাসী নারী সেই চুষে খায় নরে ;
বিবেকী তাহার ছায়া স্পর্শ নাহি করে
মজে যেই অজ্ঞ সেই মোহিনী মায়ায়,
বিষ বিজড়িত হয়ে আশু প্রাণ যায় ॥

বৈরাগ্যের কথা
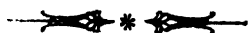
মোহ কুঠার

কামনা বাসনা শত গর্ব্ব অভিমান যত
ছাড় ছাড় ছাড় মূঢ় মন !
ছাড় অবিষয় ভোগ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ রোগ
ছাড় ছাড় ভাবনা ভীষণ ।

ছাড় যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা ও অসূয়াবেশ
কাম ক্রোধ আদি রিপু ছয় ।
ছাড় জীব ভাব মন ! নশ্বর ঐহিক ধন
স্বীয় স্বার্থচিন্তা পাপময় ।

ধন জন এ যৌবন রহিবে না অনুক্ষণ
অল্পক্ষণ এ মোহ স্বপন।
জীবন কখন যায় নির্দ্দিষ্ট কি আছে তায়
কে রোধিবে ছুঁইতে শমন ?

কে রাখিবে বুকে ধরে পাপদণ্ড প'লে শিরে
কে করিবে পার ভবনদী ?
তপ্তা বৈতরণী নদী হাঙ্গর কুম্ভীর আদি
বিচরয়ে যথা নিরবধি।

তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আর কেশের ধারণী যার
সেতু উপাদান ভয়াবহ ;
কোন পুণ্যে হবে পার স্মরণ লইবে কার
থেকে ভোগে মত্ত অহরহঃ ?

উন্মত্ত বিষয়-মদে আবদ্ধ মায়ার ফাঁদে
আজিও বিবেক হৃদে কোথা ?
এই যে স্বপন-সুখ পরিণামে দুঃখোন্মুখ
দুর্ল্লভ জীবন হবে বৃথা।

এখনও জাগ্রত হও আপন চিনিয়া লও
পায়ে ধরে বলি মন তোরে;
বিবেকের পথে চল ভক্ষিও না হলাহল
মনমলা কর ত্বরা দূরে।

এ সম্পদে সার নাই, জপ আদি ব্রত তাই
বিফল হতেছে সদা তোর;
গরলে অমৃত ঢেলে সে অমৃত পান ক'লে
কাটিতে কি পারে মৃত্যু ডোর?

স্ত্রী পুত্র আপন নয় পরীক্ষার কেন্দ্র হয়
মোহ প্রাপ্ত জীব রয় বাঁধা।
সংসার সম্পদ যত সঙ্গে সব হবে হত
সকলি ত অবিদ্যার ধাঁধা।

আসিয়া উলঙ্গ বেশে একেলা সংসার বাসে
উলঙ্গ যাইতে কেন সাধ?
শুদ্ধা ভক্তি সঙ্গে লও বিবেকের বাধ্য হও
ঘুচিবে রে যত পরমাদ।

দুদিনের তরে এসে কেন কুবিষয় বিষে
জর্জ্জরিত কর নিজ হিয়া ?
এসব কিছুই নয় সম্পদ কদিন রয়
সার হেথা কুমোহিনী মায়া।

সঙ্গী চিন্তা বিষমুখী যার জন্য সদা দুখী
বদন মলিন দেহ ক্ষীণ ;
মস্তিষ্কের কার্য্য নাশ দিবানিশি হা হুতাশ
লোক চক্ষে মন্দ বুদ্ধিহীন !

এতেও চৈতন্য যার নাহি হয়, সে কি আর
মায়ানদী পার হতে পারে ?
পারে গিয়ে রয় বসে কাঁদে আঁখিনীরে ভেসে
পুনঃ পুনঃ গর্ভে বাস করে।

কিম্বা কুকর্ম্মের বশে ছুটিবে নরক বাসে
পূতি গন্ধে যেথা প্রাণ যায়।
নাইরে আহার নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা সরবদা
আর্ত্তনাদ তীব্র তাড়নায়।

বৈরাগ্যের কথা

শমন-শাসন-ভয়ে মায়ের স্মরণ লয়ে
যথাযথ হেরে তোরে কয়—
এখনো সংযত হও সাধনার পথে ধাও
সর্ব্ব সুখ লভিবে নিশ্চয় ॥

জাগরণ

ধন জন পরিবার
তুমি কার কে তোমার ?
এ সংসার জীব কারাগার।

ছুটে যাই ছুটে আসি
কত কাঁদি কত হাসি
মিটেনাকো বাসনা বিকার।

সতত আশার দাস
জীব ভাব হা হুতাশ
নয়নে পড়ে না প্রেমবাতি।

পবিত্রতা নাহি প্রাণে
সন্দেহের বোঝা টেনে
নিয়ে মাথে চলি পথ নিতি।

বাঁচিব বিশ্বাস নাই
মরিতেও নাহি চাই
মৃত্যু উপাদান সদা ধ্যান।

এ কুহকে যতদিন
ওরে জীব মতিহীন!
আসিতে পারে কি কভু জ্ঞান?

কিরূপে যাইবে রোগ
কেন না পাইবে শোক?
কর্ম্মফল কে করে খণ্ডন?

যে বীজ রোপণ হবে
অনুরূপ ফল পাবে
ব্যতিক্রম সম্ভবে কখন?

বৈরাগ্যের কথা

না জানি কি সুধা আশে
গরলে ডুবিয়া আছে
জীব ভাব নিয়ে জীবগণ।

শমন যে আসে রুখে
দেখেও কি নাহি দেখে ?
পক্ক কেশ বধির শ্রবণ ;

নয়নে আঁধার হেরে
সতত মস্তক ঘুরে
পেটে ক্ষুধা অরুচি ভীষণ।

কদিন রহিবে আর
যেতে হবে পর পার
চিন্ত এবে পরেশ চরণ।

নিশ্চিন্ত থেকো না ভাই !
কি ছিলে কি মনে নাই ?
কোথা হতে আসিয়াছ কোথা ?

কি কার্য্য সাধিতে হবে
কেন তুমি ভুলে যাবে ?
কেন হবে যাতায়াত বৃথা ?

চোখের বসন খোল
স্বার্থসুখ দূরে ফেল
পরার্থে জীবন কর দান।

হবে ভাই ! গণ্য মান্য
বরেণ্য জীবন ধন্য
যাবে দৈন্য ঘৃণ্য কু অজ্ঞান ॥

কর্ত্তব্যের দোহাই

কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য বলে সংসার অতল তলে
ডুবিও না ভোলা মন ! যদি ভাল চাও ;
অসার অস্থায়ী যত নাহি এতে পরমার্থ
স্বার্থ বিজড়িত সব কেন ভ্রান্ত রও ?

ব্যর্থ যত দান ধ্যান ব্যর্থ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান
ব্যর্থ হবে ভালবাসা সৎ ব্যবহার ;
থাক যদি ভবনীরে ডুবে মন মোহ ঘোরে
বদ্ধ হয়ে মায়া ডোরে রুদ্ধ করে দ্বার ॥

পলকে প্রলয়

ভাব্‌ছ বটে ভবের হাটে রইবে চিরকাল
পলকে প্রলয় হবে আস্‌ছে ধেয়ে কাল ॥

স্মৃতিবিভ্রম

আজ যারে মন !
ভেবে আত্মজন
কত কি স্বপন হেরিছ ;

রামকৃষ্ণ মনশিক্ষা

সুখশয্যা কোলে
স্নেহের হিল্লোলে
আদরে ধোয়ায়ে রেখেছ ;

কাল হয় তারে
হেরিবে না ঘরে
শ্মশানে রাখিয়া এসেছ ;

কোন চিহ্ন আর
না হেরিবে তার
কেঁদে কেঁদে সারা হতেছ।

এমনি মজার
মায়ার সংসার ;
তবু কি সঠিক বুঝেছ ?

বিষয়ের ঝুড়ি
নিয়ে মাথে করি
আপনার মনে ছুটেছ ;

অবিবেক মূর্ত্তি
 করিয়া সারথি
 অন্ধকার পথে চলেছ।

ভাবিছ না ভবে
 কে তোমার হবে
 কার তরে ভেবে মরিছ :

না জানি কি করে
 ভুলিয়াছ তাঁরে
 যাঁরে কেঁদে কত ডেকেছ।

জননী জঠরে
 থেকে অধঃশিরে
 ঊর্দ্ধপদে সদা স্মরেছ।

ভেসে আঁখি জলে
 'ফিরে চাও' বলে
 কত না তাঁহারে সেধেছ ;

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

কত না কাতরে
সম্বোধন করে
'উদ্ধার হে নাথ!' বলেছ;

'দয়া কর মোরে,
আর ও সংসারে
পাঠায়োনা' বলে কেঁদেছ;

না জানি কি পেয়ে
কাতে মত্ত হয়ে
সেদিনের কথা ভুলেছ ?

ভুলিয়াছ তাঁরে
ভুলেছ নিজেরে
ভুল নিয়ে ভোলা সেজেছ;

কি কৌশল জালে
জড়াইয়া গেলে
কে জানে কি প্রেমে মজেছ ?

অজ্ঞানতা

মূঢ়মতি জন পারে না কখন
বিষয় বাসনা করিতে বর্জ্জন ;
শত দুঃখ তারে শাসাইয়া মারে
তথাপি শুনে না বিবেক বচন ।

ভাবে না কদাপি উড়ে গেলে পাখী
পিঞ্জর কোথায় পড়িয়া রবে ;
কোথা রবে ধন জন ও যৌবন
সঙ্গের দোসর কেহ কি হবে ?

অসীম

সুখ বলে ভাব যারে সীমা আছে তার ।
অসীমে না ডুবে গেলে অন্তে হাহাকার

আমি ও আমার

মিছে খেটে মর রে মন ! কেন মিছে খেটে মর ?
শেষের সেদিন ঘুনিয়ে আস্‌ছে আপন পথ ধর ।
আমার আমার বল্‌ছ কাকে, কেন এ অহঙ্কার ?
আমিও যে আমার নয়, রাখ কি খবর তার ?
প্রাণের বোঝা মাথে নিয়ে, চলছিস্‌ দিবা যামী,
বল্‌ দেখি তোর, কাট্‌ল কি ডোর, গেল কি আমার আমি ?
গন্তব্য পথ সে পথ সুপথ, যদ্দিন না তোর মিলে,
বৃথা হল যা কিছু ভাই ! রইলি অতল তলে ;
এখনো মতি ! বিবেক বাতি জ্বাল না আপন হৃদে ;
চলে যাবি আপন স্থানে নয়ন দুটি মুদে ।
মোহের বিকার "আমি ও আমার" দে না এবার কেটে ;
চল্‌ না চলে তাঁর ধেয়ানে, রইবি কদিন হাটে ?
দিন যে গেল জ্ঞান না হল সন্ধ্যা এল ঘিরে ;
কাঁদ্‌বি পরে আঁধার হেরে, কে নেবে আর পারে ?

অসার

মিথ্যা কামিনীর প্রেম কামের ছলনা।
স্বার্থময় এ জগৎ অন্তিমে শোচনা ॥

বাসনা

বাসনা বিষম বিষ যে করেছে পান।
দগ্ধ দেহ বদ্ধ গেহ ক্ষুব্ধ মন প্রাণ ॥

মায়ামূর্ত্তি

মেয়ে নয় মায়ামূর্ত্তি মোহের আধার।
মাতৃমুখ স্মর সদা তবেই নিস্তার ॥

সতর্কতা

কুভাব যে তোর মনে জানে ভগবান ;
এখনও সুপথে চল হয়ে সাবধান।
বার বার বলি তোরে এখনও বিবেক ভরে
ফিররে আপন ঘরে হইবে কল্যাণ ;
অন্যথা পারের ঘাটে রবে না সম্বল মোটে
পাবিনে দুকড়া গাঁটে করিবারে দান।
ভাসিবি রে আঁখিজলে বসে বৈতরণীকূলে
শোকে দুঃখে ভয়ে হায়! হবি হতজ্ঞান ;
শমন শাসন তাহে বিধির বিধান।
কে খণ্ডাবে কর্ম্মফল কি সম্বল আছে বল ?
রবে না এ দেহ বল ধন পরিজন ;
শমন ছুঁইলে তোরে সব হেথা রবে পড়ে
দূরে দূরে বহুদূরে হবে রে গমন।
আর্ত্তনাদ হাহাকার শ্রবণে পশিবে কার ?
তুমি কি শুনিবে আর ? চিন্তায় বিভোর—

রহিবে শমনভয়ে তরিবি রে কি উপায়ে
বড় দুঃখ বড় জ্বালা ভেবে দেখ তোর।
কেন ক্ষণ সুখ তরে পাপের পর্ব্বত শিরে
বয়ে মর বারে বারে ফল বিপরীত ?
এখনও জাগ্রত হও সাধুমতে দীক্ষা লও
সংসার অসার ভেবে হও সচকিত।
পত্নীপ্রেমে পুত্রস্নেহে ভুলে রলে যেই গেহে
বিবেকীর হয় তাহা কারাগার জ্ঞান ;
লোহার বাঁধনে তোরে বেঁধেছে রে দৃঢ় করে
দাসত্ব নিগড় গলে সদা বিদ্যমান।
ধিক ওরে! ধিক তোর জাতি কুল মান!

ষড় রিপু

কাম ক্রোধ আদি যে ছয়টি ব্যাধি
জীবদেহে করে বাস—
প্রত্যেকটী তারা অনর্থের গোড়া,
দুয়ে করে দেহ নাশ;
তিনে করে হীন, চারে বুদ্ধি ক্ষীণ,
পঞ্চমে উন্মত্ত প্রায়;
ষষ্ঠে ইষ্ট নাশে শত্রুপক্ষ হাসে
জীব দেহ ডুবে যায়।
তাই বলি মন! হয়ে সচেতন
রিপু নির্য্যাতন কর;
বিবেক সহায়ে বৈরাগ্য আশ্রয়ে
শত্রু বল বীর্য্য হর॥

ভোগী

যৌবনে যে জন সুখের কারণ পরিজন নিয়ে রয়,
প্রেম পারাবারে সে ডুবিতে নারে শোকে তাপে আয়ুক্ষয়।
ভোগে নহে সুখ, বুক ভরা দুখ, ত্যাগে শান্তি অনিবার।
র'তে দেহে বল কুড়াবে সম্বল, নহে অন্তে হাহাকার ॥

মোহগ্রস্ত

বিবেকের কশাঘাত করে জর্জ্জরিত,
তবু মন মজে আছ মাদক সেবনে ?
ঘা খেয়েও নহে যদি চৈতন্য সঞ্চার—
কে বলে তোমায় নর ? কুক্কুর মার্জ্জার

ভ্রান্ত মন

ইন্দ্রিয়ের রাজা হয়ে ইন্দ্রিয় অধীন ;
ধিক তোরে ! বলি ওরে কিসে ভ্রান্ত এত ?
সংসার মায়ার রাজ্য জেনে এতদিন
কেন মন ! মোহগর্ত্তে র'লে নিমজ্জিত ?
"প্রশান্ত হৃদয় তোর, প্রশস্ত কপাল ;
মায়ানদী পার হতে দাঁড়া ধরে হাল ॥"

কামিনী কাঞ্চন

কুসঙ্গ কামিনীসঙ্গ বিষয় ভীষণ ;
এ হুয়ে ডুবিয়া যার গঠিত জীবন,
সে কি শুনে তত্ত্বজ্ঞান মানে পরকাল,
জ্ঞানে সু কু বিচারিতে কেটে মোহজাল ?
প্রমদা প্রমোদে মত্ত আসক্ত বিষয়ে
রয় সেই মূঢ় সদা মায়াবদ্ধ হয়ে ॥

সাধুবাণী

কোন সুধা জীব ! ভাবিয়া ভক্ষ্য

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরিছ্ রে ?

কোন শান্তি তরে পঞ্চামৃত ছেড়ে

গরল সাগরে ডুবিছ্ রে ?

কোন ক্ষুধা তোর ছিঁড়ে ধৈর্য্যডোর

করিছে বিভোর সতত রে ?

কি পিপাসানলে আহুতির ছলে

আপন জীবন ঢালিছ রে ?

কার মুখ চেয়ে আপনা ভুলিয়ে

পাপেতে মজিয়া রয়েছ রে ?

কোন সুখ আশে মোহময় পাশে

হেসে হেসে বদ্ধ হতেছ্ রে ?

কি সাধের খেলা নিয়ে সারা বেলা

হেলায় জীবন কাটিছ্ রে ?

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

কি খেয়ালে তুমি সেজে অন্তস্বামী
দায়িত্বের বোঝা বহিছ রে ?
কি ধন মানসে পরভৃত্য সেজে
আপন প্রভুত্ব হারাও রে ?
কোন সুখ পেতে অবিবেক-পথে
কার সাথে কোথা ছুটিছ রে ?
কারে সুখ দিতে চিন্তা দিবারাতে
কে তব এ ভব মাঝারে রে ?
তুমি ও তোমার সম্বন্ধ কাহার
বারেক ভাবিয়া দেখ কি রে ?
তুমি চলে গেলে কে তোমার বলে
তোমাতে আবদ্ধ রহিবে রে ?
তুমি যেথা যাবে তব সাথী হবে
সে আপন ভেবে পাও কিরে ?
তবে কেন জীব ! না ভাবিয়ে শিব
নিশ্চিন্তে অশিব আলিঙ্গ রে ?
পারের খবর লও রে বর্ব্বর
সময় ফুরায়ে এসেছে রে ॥

কালের কবল

হের নাকি মূঢ় মন ! চিতাধূমে মিশে
স্বর্ণকায় উড়ে যায় অনন্ত আকাশে ?
কি ভেবে রয়েছ বসে,   কিসে মুখে হাসি আসে ?
ভাব নাকি সেইদিন আসিবে তোমারও কাছে ?
হেরিতে যে প্রাণ কাঁপে,   বসে আছ কোন সুখে ?
আসিবে সে মহাকাল তোমারও সকাশে।
এখনও সময় আছে,   এখনও ডাকিলে আসে
কালে পদতলে দলে যে লইবে বক্ষমাঝে ॥

ভোগী ও ত্যাগী

কামান্ধ কুক্কুর কয় কামিনী কাঞ্চন
স্বরগ প্রসূত দুই দেবারাধ্য ধন।
বিবেকী বিশেষে বলে বিষ সংমিশ্রণ ;
এ দুই সংসর্গে জীব ! অবশ্য পতন ॥

ভোগের পথে

ভোগ সুখ আশে অভিলাষী যারা
দুঃখের পাহাড় বহে সদা তারা
মায়ার কুহকে হয় মাতোয়ারা
মদ মত্ত চিরদিন।

অহঙ্কারে করে ধরা সরা জ্ঞান
সদা নিয়ে রয় আত্ম অভিমান
ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি সৎ অনুষ্ঠান
হীন হতে হয় হীন।

ঐহিকের ছাঁচে ঢেলে দিয়ে মন
বিষয়ে বিব্রত রয় অনুক্ষণ
বাড়ে মুহুর্মুহুঃ বাসনা ভীষণ
কিছু নহে সমীচীন।

অবিবেক মূর্ত্তি সারথি তাহার
চারি দিকে ঘেরা মোহ অন্ধকার
আবিলতাময় স্বার্থের বিচার
চিন্তাযুক্ত অনুদিন।

বৈরাগ্যের কথা

শক্তিশালী হয় ইন্দ্রিয়নিচয়
বুকে পিঠে চড়ে রয় রিপু ছয়
কোন শুভ কার্য্যে মতি নাহি হয়
সত্ত্বে সুসঙ্কল্প হীন।

সৎসঙ্গ নাহি করে অভিলাষ
সৎ বাক্য শুনে ম্লান মুখ হাস
সৎ পরামর্শে না রয় বিশ্বাস
জীব ভাবে সদা লীন

জ্ঞাননেত্র কভু নহে উন্মীলিত
দুরাকাঙ্ক্ষানলে দেহ জর্জ্জরিত
পর নষ্টে আত্ম সুখ প্রসবিত
কভু নহে মুক্ত ঋণ।

ভারবহ বোধ সতত জীবন
ক্রূরতা খলতা হেরয়ে স্বপন
অসন্তোষ বহ্নি হৃদে উদ্দীপন
মুখ মধুরতা ক্ষীণ।

পর উপকারে প্রবৃত্তি না রয়
সহানুভূতিতে সন্দেহ উদয়
ঈশ্বরে বিশ্বাস কখন না হয়
সদা মন্দ কর্ম্মাধীন

মস্তিষ্ক বিকার ক্রমে বুদ্ধিনাশ
দৃঢ় হতে দৃঢ় হয় মোহপাশ
জরাজীর্ণ দেহ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস
সর্ব্বনাশ দিন দিন ॥

মায়াবদ্ধ

মায়ার সংসার ইহা ভেবে যেই জন
মায়ামুক্ত হতে নাহি করয়ে যতন ;
হলেও সে সুবিশাল রাজার তনয়,
সুধী বলে দীন হীন কাঙ্গাল নিশ্চয়

প্রস্তুত

ভ্রাতা ভগ্নী সুত দারা কাঁদিয়া হইবে সারা
ডাকিলে পাবে না সাড়া যেদিন তোমার ;
বাসনা রবে না আর ভুলে যাবে এ সংসার
বলিবে না মুখে কভু 'আমার আমার'—
সেদিন সুদিন জ্ঞানে হও মাতোয়ারা ॥

স্বার্থ সম্বন্ধ

প্রাণাধিক ভাব যারে ও অবোধ মন !
বিচারি দেখ না তাহে স্বার্থের বন্ধন ;
ছিঁড়িলে সে সূক্ষ্মডোর কেহ কারো নয়
মিথ্যা মায়াজালে বদ্ধ বিবেকী না রয় ॥

বিপথে

ধর্ম্মতত্ত্ব পাবে কোথা ? ভক্তি মিলে কিসে ?
তুমি যে আসক্ত মন অবিষয় বিষে ;
মোহিনীর মোহ মন্ত্রে মুগধ সতত ;
পর অমঙ্গল চিন্তা জীবনের ব্রত॥

বিবেক বাণী

বৃথা ভেবে মর ওরে অভাজন !
কে কার আপন কে কার পর ?
পথে যেতে যেতে মিলেছ কজন
বিশ্রামভবন এ তোর ঘর।

চিরদিন স্থান এ নহে অজ্ঞান
রব বলে কেহ আসিনি হেথা ;
পথের মাঝারে চিরদিন পড়ে
রয়েছে কি কেহ দেখেছ কোথা ?

বৈরাগ্যের কথা

পরীক্ষা আগার মায়ার সংসার,
অসার এ দেহ অসার সব ;
মোহহতচিত অনিত্য আত্মার
মিথ্যা অনুভূতি আমার রব।

নাহি সুখ হেথা, নাহি শান্তিলেশ
সুধা ভ্রমে সবে গরল খাই ;
আমার তোমার বিভাগ মায়ার
মায়ামুক্ত হতে সবাই চাই।

যারে ভাবিতেছ প্রাণের অধিক
সে হয়ত প্রাণ করিবে নাশ ;
এ মায়া আগারে সবই অলীক
যতক্ষণ শ্বাস মিটে না আশ।

নাহি পরমার্থ, স্বার্থ বিজড়িত
সকলি এ ভবে সবাই হই ;
ঐহিকের সুখে হয়ে লালায়িত
মোহে পারত্রিক ভুলিয়ে রই।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

ঢেলে দাও প্রাণ পরেশের কাজে
আত্মসমর্পণই জ্ঞানীর কাজ ;
ত্যজিতে হইবে এ দেহ তোমার,
কেন এত যত্ন এতই সাজ ?

পঞ্চভূতে দেহ গঠিত সবার,
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে,
পুনঃ মিশে যাবে শ্মশান শয্যায়
স্থায়ী সুখ শুধু স্বরগ ধামে।

স্থায়ী হতে যদি আশা থাকে প্রাণে
সজ্ঞানে বারেক তাঁহারে ডাক ;
দিবা বিভাবরী রও তাঁর ধ্যানে
তাঁর বিশ্বরূপ হৃদয়ে আঁক।

তাঁর কৃপাবলে বাসনা মিটিবে
পরিশুদ্ধ হবে জীবাত্মা তোর ;
জ্যোতির্ম্ময় রূপে যিনি বিশ্বময়
তিনিই মোছেন নয়ন-লোর।

আমি করি ইহা আমা হতে হল
মায়ার এ জ্ঞান মোহের ভাব ;
আমার তোমার যার বশে বল
সেই জীব-শত্রু খল স্বভাব।

কাম ক্রোধ আদি রিপুদের মাঝে
মাৎসর্য্য সে জন ভীষণ অতি ;
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সেই করে নাশ
সেই হতে নষ্ট সুমতি গতি।

যেতে দাও বলে সব পায়ে ঠেলে
স্থির হয়ে পথে চলিতে হবে ;
জীব ভাব এলে চৈতন্য হারালে
যাবে দলে বলে অকুলে ডুবে।

স্বাধীনতা যাবে সম্পদ হারাবে
দাসত্ব নিগড় ঝুলিবে গলে ;
মন্ত্রের সাধন হবে না কখন
জড়ায়ে রহিবে মরণ জালে॥

সৎযুক্তি

মনে কর ইষ্টচিন্তা করি অবিরত ;
বিষয় তোমায় বাধা দিতেছে সতত।
সদা ভাব ভক্তিপথে হই অগ্রসর ;
পরিজনসঙ্গ বাধা দেয় বরাবর।
তাই বলি বিষয়ের আসক্তি ভীষণ ;
আত্মজন মায়াত্যাগ মুক্তির কারণ ॥

মোহমুদ্গার

জন্মেছ যখন
অবশ্য মরণ ;
অমর কে কোথা কবে ?

বৈরাগ্যের কথা

উদিলে তপন
রয় কি কখন
সমভাবে কভু ভবে ?

যশ মান আর
সুখের সংসার
দারা পুত্র পরিজন,

বিলাস বাসনা
স্বার্থের ছলনা
কিছু না রবে তখন।

যা প্রত্যক্ষ অতি
নিত্য নেত্রে ভাতি
তাহাই অবশ্যম্ভাবী।

যে দুষ্ট শমন
ছাড়ে না কখন
প্রণয়ে রলেও ডুবি ;

প্রেমপুত্তলিকা
প্রণয়ের সখা
হৃদয়ে ধরও যদি ;

যাবে তুমি একা
পাবে নাকো দেখা
ছুঁইলে শমন ব্যাধি।

অৰ্দ্ধ অঙ্গ সমা
ভাৰ্য্যা মনোরমা
রাখিতে কি পারে ধরে ?

বাঁধ অষ্ট পাশ
সেও হবে হ্রাস
নিয়ে যাবে বহু দূরে।

কাঁদিলে তখন
মুছাতে নয়ন
পাবেনা কারেও আর ;

তাই বলি মন!

চিন্ত অনুক্ষণ

যে জন করিবে পার।

অনন্য মনেতে

আঁক হৃদয়েতে

সে প্রিয় মূরতি খানি;

প্রেমে ভেসে যাবে

শমন না ছোঁবে

হবে হিয়া রত্নখনি॥

ঈশ্বর ও নশ্বর

ঈশ্বর চিন্তায় মন! নশ্বর বিনাশ;
নশ্বর বিনাশে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস।
বিশ্বাসে মিলয়ে ভক্তি মুক্ত কর্ম্মপাশ;
নশ্বরে আসক্ত র'লে অন্তে হা হুতাশ॥

ভ্রান্তি

কার তরে বসি ভাব দিবানিশি ?
কে সে তব আপনার ?
কে সে প্রিয় তব বারেকওংকি ভাব ?
দুদিনের এ সংসার।
নয়নের দেখা করমের লেখা
কে জানে কখন ঘুচে,
ভেঙ্গে যাবে হাট শমনের সাথ
চলিবি সম্বন্ধ মুছে ;
অনিত্য সংসার মায়ার আগার
মিছে আপনার ভাব।
আসক্তি নাশিয়ে স্বার্থ ভুলে গিয়ে
তবে স্ব স্ব কর্ম্মে ডুব ॥

বিষয়ী

বিষয়ী যে জন ভ্রমে কি কখন
ভাবের ভবন গঠিতে পারে ?
বল কি অভাবে টানিবে সে ভাবে
ভব ভাব যবে না ছাড়ে তারে ?

আত্মতত্ত্ব

ক্ষুরধারসম যে দুর্গম পথে
স্বর্গ নরকাদি সুখ দুঃখ সাথে
আসিয়াছ তুমি এই অবনীতে
চিরদিন স্থান নয়।
উপাধি সংসর্গে যে সং সেজেছ
অভিমান নিয়ে যে মোহে ডুবেছ
চার্ব্বাকের মতে যে সুখ খুঁজিছ
সব কালে হবে লয়

যে শক্তির বলে রিপুদল তব
আপাতমধুর ভোগে ডুব ডুব
তুমিও যাদের আপনার ভাব
কিছু নহে নিরাময়।

বহির্মুখ বলে ইন্দ্রিয়-স্বভাব
ভাবিতেছ ভোগে পূর্ণ প্রেমভাব
সকাম বিষয়ে মনে করে লাভ
ছুটিছ জগৎময়।

অন্তর্মুখী করে ইন্দ্রিয়নিচয়
করিবারে যদি পার মনোজয়
হেরিবে তখন পূতিগন্ধময়
মোহময় সমুদয়।

হেরিবে ভোগের প্রশস্ত যে পথ
সসীম বিকারী কলুষ কুপথ
কণ্টকিত অতি ঘৃণিত সে পথ
সাধুজনযোগ্য নয়।

বৈরাগ্যের কথা

ভাবিবে হে মূঢ় ! ভাবিবে তখন
আত্ম-তত্ত্ব-বোধ সহায়ক মন
কোন ছার কাজে করেছি মগন
কি সিদ্ধি সাধন তরে ?

আনন্দের পূর্ণ অধিকারী হতে
নিয়ে তত্ত্বজ্ঞান আসিয়া জগতে
কি নিয়ে কি আশে আকৃষ্ট বা কাতে
কোথায় রয়েছি পড়ে।

কারে জাগাইতে জাগাই কাহারে ?
কোথা যেতে এসে কোথা যাই ঘুরে ?
কে আমার আমি বিবেক বিচারে
কে পর আপন হায় !

কোথা জন্ম আর মৃত্যুই বা কোথা ?
বেঁধেছি বা কারে অষ্টপাশে হেথা
বিষতুল্য ভোগ কেনই বা বৃথা
কিবা ফল আছে তায় ?

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

এই কি প্রেমের প্রকৃত বিকাশ,
অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক সুখের আভাস ?
একি মুক্ত পথ বন্ধন বিনাশ
জীব বিশেষত্ব লাভ ?

এতেই কি হয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান
মনুষ্যত্ব লাভ শ্রান্তির নির্ব্বাণ
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আখ্যান
প্রাণে ঐশ্বরিক ভাব ?

ধিক্ ! ধিক্ ! তোরে ধিক্ শতবার !
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একি ব্যবহার !
এখনও সাধিতে আত্ম উপকার
প্রবৃত্তি না হল তোর ?

আর কবে হবে জীব ভাব যাবে
মায়াপাশ কেটে চৈতন্যে ডুবিবে
সময় যে গত কে আর জাগাবে ?
রজনী হল যে ভোর !

জেগে উঠে সাধ আপন কল্যাণ
জাগাইতে যদি চাওরে "সন্তান"
এক করে দাও জাত কুল মান
জগৎ ডুবুক তায়।

ভাসুক সকলে প্রেম দরিয়ায়
হাসুক ভারত হিত কল্পনায়
আর যেন কেউ মোহবিছানায়
পড়িয়া না রয় হায়॥

দেহতত্ত্ব

এ দেহ কারণ কেন ভাব মন!
পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ;
প্রাণপাখী যবে ছেড়ে চলে যাবে
ঘৃণায় ছোঁবে না কেহ।
এ সুবর্ণ কায় মিশিবে ধূলায়
চিতানলে হবে ছাই;
মায়ার কারণ এ মোহ স্বপন
মায়ামুক্ত হও ভাই॥

তত্ত্বকথা

কেন অকারণ হের ওরে মন !
মোহ বিছানায় শুয়ে অনুক্ষণ
সংসার অসার মায়ার স্বপন
অল্পক্ষণ এ ধরায় !

এ নহে প্রেমের প্রকৃত আস্পদ
চিরদিন স্থান সুখের সম্পদ
ক্ষণকাল তরে ধরেছ যে পথ
নিমিষে ফুরায়ে যায় !

ঘুম ভেঙ্গে গেলে ভ্রম যাবে চলে
স্বপ্ন সুখ দুখ ভাবিবে না ভুলে
মিছে মোহ ঘোরে জীবন খোয়ালে
জাগিয়া দেখ না হায় !

সুখে পুণ্য ক্ষয় দুঃখে ক্ষয় পাপ
প্রেম হয় লাভ এলে অনুতাপ
বিচারে বৈরাগ্য ভোগে অপলাপ
মনুষ্যত্ব লোপ পায় ।

বৈরাগ্যের কথা

ধ্যান যার মন ! কামিনী-কাঞ্চন
ক্ষুদ্র গণ্ডি মাঝে আবদ্ধ সে জন
শুনে না সে কভু বিবেক বচন
মানে না সে বিভু হায় !

কর্ত্তব্যের কোলে যায় না সে ভুলে
নিয়ে মোহ এক ঘুরে মায়া-কূলে
মহা দুঃখ মাঝে স্বার্থ সুখে ভুলে
নিজেরে হারায়ে যায়।

চিনালে না চিনে কে আমি আমার
বোঝালে বোঝে না বিবেক বিচার
অমূল্য ভাণ্ডার করে ছারখার
ডুবে ভব দরিয়ায়।

দুর্ল্লভ জীবন যায় অকারণ
ঘুরে আসে পেয়ে শমন-শাসন
কখনও হয় না উদ্দেশ্য সাধন
সাধু সাবধান তায়।
(সাবধান রও তায়)

মূঢ় দুঃখ হেরে হয় মুহ্যমান
খুঁজিয়া বেড়ায় সুখের সোপান
ভেবে এ সংসার চির দিন স্থান
ভোগে হায় ডুবে যায়।
(ভোগ পথে সদা ধায় ॥)

অমৃতে গরল

সাধু হয়ে কামিনীর সঙ্গ যেবা করে
গোদুগ্ধে গোচনা হায় ! মিশায় আদরে ;
করে বৃথা বাক্যালাপ তর্ক পরস্পর,
সে নহে সাত্ত্বিক জ্ঞানী সুকর্ম্মে তৎপর ॥

ভাবনা

ওরে ভ্রান্ত মন ! ভাব কি কখন
সুখের কারণ কিবা ?
কিসে শান্তি মিলে মুক্তি কারে বলে
কাহাতে বিশ্বের শোভা ?
কার তরে আসা, বুকে কোন আশা
এ বাসা কদিন রবে ?
কোথা যেতে হবে কারে সঙ্গে নেবে
ঠিক কি করেছ ভেবে ?
সুখ আশে হায় ! আলিঙ্গ সবায়
ধন জন পরিবার ;
লভেছ কি সুখ খণ্ডিছে কি দুখ
খুলেছে কি শান্তি দ্বার ?
হৃদি বৃন্দাবনে যুগল মিলনে
হেরেছ কি কভু তাঁরে ?
কিম্বা মূলে বসে মনোহর বেশে
ডাকিছে মধুর স্বরে—

শুনেছ কি তুমি ? ওরে আমি আমি
আমার আমার ওরে !
ধিক্ তোরে মন ! দুর্ল্লভ জীবন
বৃথা গেল ঘুরে ফিরে।
অকারণ এলে ভ্রান্তি নিয়ে র'লে
শান্তি না লভিলে কভু ;
এখনও জাগাও মোহ কেটে দাও
মিলিবে ভাবিলে বিভু ॥

অবিবেক

কামিনীর কোল হয় ভুজঙ্গ বিবর ;
কাঞ্চন কুৎসিত ব্যাধি জ্বালা নিরন্তর
এ দুই সংসর্গে সদা সংসারে যে রয়,
বিবেকী কদাপি নয় বর্ব্বর নিশ্চয় ॥

আত্মবাণী

শুন মূঢ় মন!
বলি সুবচন
বিবেকের পথে চল।

জলবিম্ব প্রায়
এ জীবন হায়!
কতক্ষণ রবে বল?

ছেড়ে অবিষয়
সেজে সদাশয়
বিষয় সন্ধান কর।

জ্ঞান খড়গ হাতে
প্রেম হৃদয়েতে
মাথে ধর্ম্ম বোঝা ধর

নশ্বর সংসার
কেহ নহে কার
মায়া প্রতিবিম্ব সব।

মায়ামুক্ত হও
আত্মা চিনে লও
কর শত্রু পরাভব।

পাঞ্চভৌতি দেহ
রহিবে না সেও
পঞ্চভূতে মিশে যাবে।

কেন অকারণ
মিছে আকর্ষণ
কালে কি ছাড়িয়া দিবে ?

দারা পুত্র আদি
পরকাল ব্যাধি
স্বার্থ-মূর্ত্তি সমুদয়।

যতক্ষণ ধন
কর উপার্জ্জন
ততক্ষণ বশে রয়।

বৈরাগ্যের কথা

পথে যেতে যেতে
পথিকের সাথে
দুদিনের পরিচয়।

স্ব স্ব কর্ম্মবশে
ঘুর হেন বেশে
কেহ কারো মিত্র নয়

নহে এ সংসার
জীবের আধার,
মায়ার বিহারভূমি ;

পরীক্ষা কারণ
সংসার সৃজন
পরীক্ষার্থী হও তুমি।

রও সাবধানে
সাধু তত্ত্ব জ্ঞানে
মুক্ত পথে বরাবর ;

নহে মৃত্যুজালে
জড়ায়ে অকালে
পাঠাবে শমন ঘর

পাইবে না কারে
আপনার করে
নিয়ে যেতে কিছু দূর।

সাধু সঙ্গ কর
সব পরিহর
তবে তুমি সুচতুর।

সাধু সঙ্গে হয়
সত্ত্বের উদয়
বিবেক বৈরাগ্য লাভ ;

ক্রমে নামে রতি
বিশ্বাস ভকতি
আসিবে চৈতন্য ভাব।

জীব ভাব যাবে
দুঃখ দূর হবে
রিপুচয় রবে বশে ;

শুদ্ধ দেহ মন
হইবে তখন
দেখা দিবে কাছে এসে,

যে তোমার সাথী
অগতির গতি
পরমা মুকতি হয় ;

তাঁরে হৃদে পাবে
নয়নে হেরিবে
এ পথ সুপথ কয় ॥

শেষ কথা

এ ভূতের বোঝা কেন বয়ে মর
কোন সুখে নিলে মাথে ?
কেহ নাই সাথে অন্ধকার রাতে
কি করে চলিবি পথে ?

পথে দুঃখ হবে এ কথাটি ভেবে
কে দীপ জ্বালায়ে দেবে ?
কে বা বলে দেবে কোন পথে যাবে
কত দূরে তাঁকে পাবে ?

কে জাগাবে আশা কে দিবে রে বাসা ?
কাহার ভরসা পেয়ে—
দুঃখ দলে পায়ে ভব-বোঝা নিয়ে
সকলি সঁপিবি মায়ে ?

ওরে দীন জন ! চিন্ত অনুক্ষণ
কি উপায় হবে তোর ?
কে হয়ে সহায় হায় ! হায় ! হায়
কাটিবে করম-ডোর ?

বৈরাগ্যের কথা

সম্মুখে তোমার হতে হবে পার
মহা দুঃখ-পারাবার ;
কে করিবে পার কে দিবে বেগার
কে ধারে তোমার ধার ?

এলে কফ পাশ হবে মহাশ্বাস
বিনাশ করিতে দেহ ;
সবে দূরে রবে কাছে না ঘেঁসিবে
মুখে কবে 'অহ' 'অহ'।

প্রণয়িনী তোর মুছে আঁখি লোর
দীর্ঘশ্বাসে পাশে বসে,
বলিবে 'হে নাথ ! হানি বজ্রাঘাত
চল আজি কোন বাসে ?

কে হেরিবে মোরে এ বিশ্ব মাঝারে
ভেবে আপনার জন ?
কভু দুঃখ পেলে কে নেবে গো কোলে
করে দৃঢ় আলিঙ্গন ?

কে মুছাবে আঁখি তপ্ত অশ্রু দোখ
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করে ?
কে সোহাগে বুকে লবে সুখে দুঃখে
প্রণয়িনী ভেবে মোরে ?
কে টাকার থলে দিয়ে করতলে
বলিবে, 'তোমারি ধন ;
ধর প্রিয়তমে ! ধর মনোরমে !
কর ব্যয় অগণন ;'

অভিমান হলে ভেসে আঁখি জলে
কে বলিবে সেধে সেধে—
'বল কি হয়েছে বল কি হয়েছে,
কিম্বা কোন অপরাধে—

এ দুঃখ মূরতি দেখাইয়া সতী
দুঃখ-বাতি জ্বালাইছ ?
জ্বালাইছ মোরে সন্দেহ বিচারে
হৃদে শেল হানিতেছ ।'

ইত্যাদি বিশেষে কে গো মায়াপাশে
বাঁধা রয়ে অনুদিন,
মম সুখ তরে সব ছেড়ে ছুড়ে
আমাতে হইবে লীন ?

কি হইবে গতি বল প্রাণপতি
তুমি যদি যাও ছেড়ে ?
কিসে বিনাশ্রয়ে অবলা হইয়ে
সুখী হব এ সংসারে ?

মম সুখ তরে বিধাতা তোমারে
আমার করিয়ে হায় !
দিয়েছিল যদি কেন পুনঃ বিধি
ভুলাইয়ে নিয়ে যায় ?

যেওনা যেওনা করি তোমা মানা
মুখপানে ফিরে চাও ;
ওহে প্রাণনিধি ! প্রেমের বারিধি !
যমে ফিরাইয়া দাও ॥

তুমি চলে গেলে শোকে তাপে জ্বলে
আমার জীবন যাবে ;
এ যৌবন-ভার কি উপায়ে আর
অবলা হইয়া ব'বে ?

তবু যদি যাও চাবি গাছি দাও
যে সিন্দুকে ধন আছে ;
তাই বুকে নিয়ে যে কোন উপায়ে
দুঃখিনী রহিবে বেঁচে।'

এই বলি দারা লয়ে চাবিতোড়া
অঞ্চলে মুছিয়া আঁখি,
স্বকার্য্য সাধনে যাবে নিজ মনে
নিরজনে তোমা রাখি।

* * * *

হেরিয়া তনয় করবে অভিনয়
বরষি স্নেহের ধারা ;
'বাবা' 'বাবা' বলে বসে শয্যাতলে
যেন সে পাগল পারা।

তপ্ত অশ্রুজল মুছিবে কেবল
কি যেন বলার ভাগে ;
তুমি কি বলিতে চায় সে চকিতে
বুঝি তার কাণে কাণে—

চাও বলিবারে তুমি বারে বারে
গুপ্ত ধন-সমাচার ;
কিন্তু বাক্য ব্যয়ে অসমর্থ হয়ে
শক্তি নাই বলিবার।

তাই কাছে এসে আরও কাছে ঘেঁসে
শ্রবণ পাতিয়া মুখে
বলিবে, 'হে পিতঃ ! সময় যে গত
বল যা বলার থাকে ;

রাখ যদি ধন করিয়া যতন
পুত্রের মঙ্গল তরে,
এই বেলা বল সময় যে হল
পারিবে না ক্ষণ পরে।'

থাকে যদি ধন বলিলে তখন
পুত্রের বদন আলো ;
যতক্ষণ শ্বাস ছাড়িবে না পাশ
যদি আর কারে বল।

যদি হও সতী থাকে বৃদ্ধপতি
বলিবে বন্ধুর কাছে—
'কপাল ভেঙ্গেছে তিনি যে চলেছে
হাতে কি সুমেয়ে আছে ?

বড় মেয়ে থাকে বলিও ঘটকে
প্রিয়া মোর না যাইতে
যেন ঠিক হয়, মরিলে নিশ্চয়
হবে পূর্ব্বমুখী হতে।

পুত্র কন্যা যারা কেঁদে হবে সারা
কে চাবে মুখের পানে ?
সে দৃশ্য ভীষণ ভাবিলে এখন
বহে ঝড় প্রাণে প্রাণে ;

বৈরাগ্যের কথা

অবোধ বালিকা পুত্রবধূ একা
কি করে সংসার রাখে ?
তাই বলি ভাই ! বড় পাত্রী চাই
রূপও যেন কিছু থাকে।

ঘটকে বলিও প্রাপ্য যাহা নিও
রাখিও সন্ধান কনে ;
শেষ কার্য্য তরে উদ্বন্ধন-ডোরে
বাঁধিবে রসিক জনে।

বুঝিলে হে ভাই ! কনে এক চাই
যেমন তেমন হোক ;
নাহি ক্ষোভ তাহে বোকা রূপ চাহে
কদিন করিব ভোগ ?'

এমন সংসার ছাড় ছাড় ছাড়
আর কেন রও বাঁধা ?
পেয়ে এত জ্ঞান তবু হতজ্ঞান ?
তথাপি না কাটে ধাঁধাঁ ?

নিঃস্বার্থ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ওরে
পরতরে প্রিয় প্রাণ ;
দে না বিলাইয়ে পাবি শান্তি তাহে
দূরে যাবে কু অজ্ঞান।

সুপবিত্র হয়ে পরপারে গিয়ে
ডুবিবি পরেশ-প্রেমে ;
না হয় অভয় দিতে কেহ নয়
নিয়ে যাবে বেঁধে যমে ॥

সংসারীর কথা
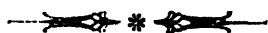
সংসারের পথে

সংসারের পথে ছুটে চলে যেতে
নয়ন ঊর্দ্ধেতে রাখিও ;
বিবেক যা বলে নিও কানে তুলে
সমাজ শাসন মানিও।

সদা সাধু পথে সৎসঙ্গী সাথে
কর্ম্ম নিয়ে সাথে চলিও ;
নিষ্কামেতে মতি গুরুপদে রতি
অখ্যাতিতে ভয় রাখিও।

বৈরাগ্য বিচারে স্বীয় শক্তি ভরে
স্থির হয়ে ঘরে থাকিও ;
অধর্ম্মে বিমুখ ত্যজি স্বার্থ সুখ
দুঃখীর খবর লইও।

পার হবে যাহে মতি রেখো তাহে
ভবিষ্যৎ ভেবে চলিও ;
ভগবান প্রাণ প্রেমের নিদান
সুখের সোপান ভাবিও।

ভবে দুঃখী যারা তব সাথী তারা
তারাই তরাবে দেখিও ;
তাদের পূজায় সেবা শুশ্রূষায়
সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিও।

ভব বন্ধু যারা কেহ নহে তারা
আপনার জন জানিও ;
ক্ষণকাল তরে সম্বন্ধ বিচারে
তাদের বন্ধন মানিও।

পথে ধর্ম্ম বাতি পাপ পুণ্য সাথী
সদা স্থির মতি রাখিও ;
তবে ভব ধামে পুণ্যবান নামে
নিজের সুখ্যাতি শুনিও ॥

পন্থা

কুটিল কুপথ ধরে চলিও না মন !
সম্মুখে বিপদ সিন্ধু ভয়ের কারণ ;
সুপথে সজ্জন-সঙ্গ সুখ সম্মিলন ;
ভক্তি মুক্তি ভালবাসা প্রেম প্রস্রবণ ॥

ভব কারাগার

সেই হয় ভব কারাগার !
দাসত্ব নিগড় গলে ঘুরে জীব আঁখিজলে
মহাশোক রোলে করে ধরণী বিদার ;
মায়ার কবাটে আঁটা মোহের অর্গল যেটা
ইন্দ্রিয় অধীন মন সদা অবিচার ।

সেই হয় ভব কারাগার ;
কুপথে সতত গতি কুচিন্তা হৃদয় সাথী
কুনীতি কুমতি নিয়ে সতত বিহার ;
কুসঙ্গে করয়ে বাস কুকর্ম্মে জীবন নাশ
কুনারীর সহবাস ইচ্ছে বার বার।

সেই হয় ভব কারাগার ;
ভালবাসা প্রত্যাশায় ভালবাসিবারে চায়
স্ব স্ব সুখভোগে মন মগ্ন আপনার ;
স্বার্থপরতার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে ঘুরে খালি
ফেলিয়ে দায়িত্ব বোঝা বহে পাপ ভার।

সেই হয় ভব কারাগার ;
তেয়াগি স্বরগ সুধা ভক্ষিছে গরল সদা
পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে পাষণ্ডী আচার ;
পর-সর্ব্বনাশে সুখ পর-সুখে ফাটে বুক
পরের পতন হেরে আনন্দ অপার।

সেই হয় ভব কারাগার ;
আমীরে ফকিরে ভেদ মৃত সন্তানেতে খেদ
প্রশংসায় আত্মহারা রুদ্ধ ধনাগার ;
নিঃস্বার্থে সাধিতে কাজ মাথে যেন পড়ে বাজ
সৌহার্দ্দ্যের বিনিময়ে জ্বলন্ত অঙ্গার।

সেই হয় ভব কারগার ;
পরনিন্দা পরকর্ণে ঢালিতেছে নিশি দিনে
আপনার পদে হানে আপনি কুঠার ;
কলঙ্ক মাথার মণি অধর্ম্ম সুখের খনি
পরনিন্দা মুখে সদা স্বার্থের বিচার।

সেই হয় ভব কারাগার ;
শৃঙ্খল জড়ায়ে পায় আপন মাহাত্ম্য গায়
করিবারে আপনার প্রাধান্য বিস্তার ;
যশ অর্থ অভিলাষে গুরুপদ সদা যাচে
সাধুনিন্দা-রূপ সত্য সুখের ভাণ্ডার ;
সেই হয় ভব কারাগার ॥

যুগধর্ম্ম

যুগধর্ম্ম হরিনাম কর মন! অবিরাম
পরকালে মোক্ষধাম পাবে।
হরি নাম সঙ্কীর্ত্তনে লভিবি পরম ধনে
প্রেমে প্রাণ পূর্ণ হয়ে যাবে।

এ হেন অমূল্যনিধি কলি-জীব-তরে বিধি
বিলায়েছে ভব-ব্যাধি নাশে;
কি নিয়ে রয়েছ বসে সেজেছ রে কোন সাজে?
মুগ্ধ কোন প্রিয়া-প্রেমে মজে?

হিয়ার মাঝারে হের কলঙ্ক করিয়া দূর
ক্ষণকাল নয়ন মুদিয়া—
হেরিবে মধুর মূর্ত্তি কিবা রূপ কিবা জ্যোতি
প্রেম ভাতি হৃদি প্রকাশিয়া।

প্রতিকৃতি আছে আঁকা মদন মোহন বাঁকা
মাতৃমূর্ত্তি শক্তি সাধনার।
পর তূর্ণ প্রেম-মালা দূরে যাবে মন-মলা
ধন্য হবে জীবন তোমার ॥

ধনোন্মাদ

হে ধনিন্! বৃথা তব আত্ম অহঙ্কার;
বৃথা দ্বেষ হিংসা ভাব আত্মসুখে অনুরাগ
সুখে দুঃখে মানবের সম অধিকার।
একদিন সব ছেড়ে এ বন্ধন ফেলে ছিঁড়ে
যেতে হবে কেন্দ্র ঘরে খুলে কাল-দ্বার;
এ হয় মায়ার ফাঁদ নশ্বর সংসার।

হে ধনিন্! বৃথা তব স্বার্থ উদ্দীপন;
চিরদিন এক ভাবে কে কোথা রয়েছে ভবে
কাল-স্রোতে সমভাবে ভাসে সর্ব্বজন।
যে আজ কাঙ্গাল বেশে যায় অশ্রুনীরে ভেসে
কাল সে ভাবিতে পারে এরাজ্য আপন;
বিধাতার লীলাখেলা অপূর্ব্ব এমন।

হে ধনিন্! বৃথা তব গর্ব্ব অহঙ্কার;
কখন কি দুঃখ এসে দশদিক ঘিরে বসে
কি আছে নিশ্চয় তার আশাই বা কার?
চোখের পলকে প্রাণ চলে যায় ভিন্ন স্থান
এদেহ নশ্বর অতি নহে আপনার;
পরিণাম এ দেহের অতি চমৎকার।

হে ধনিন্! বৃথা মর ভোগমত্ততায়;
বিলীন হইবে দেহ চিরস্থায়ী নহে কেহ
শ্মশানে কারো বা গোরে মিশিবে ধূলায়!
শৃগাল কুক্কুর কিম্বা গৃধিনী-সেবায়—
যাইবে কাহারো অঙ্গ কেহ বা হেরিবে রঙ্গ
পচে খসে গিয়ে কারো কীট হবে তায়;
মৃত্তিকার দেহ মিশে যাবে মৃত্তিকায়।

তাই বলি হে ধনিন্! হও সাবধান;
সত্যের আশ্রয় লও বিবেকের বাধ্য হও
নিষিদ্ধ কুকর্ম্মে যত কর হেয়জ্ঞান;
চিরানন্দ যাহে পাবে মত্ত হও তাই ভেবে
এ সংসার কবে কার সুখের নিদান?
ধনী মানী সুধী জ্ঞানী সবাই সমান।

থেকো না মুগধ আর জাগ ভাই! এইবার
ঘুমঘোরে কতকাল করিবে ক্ষেপণ?
মাতৃমুখপানে হের মলিনতা দূর কর
মুছিতে মায়ের অশ্রু কর দৃঢ় পণ;
শোক রোল চারিদিকে উঠিছে ভীষণ।

গর্জ্জিছে প্রকৃতিরাণী ভোগকাল শেষ শুনি
'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলে বুক বেঁধে ওই;
রণরঙ্গিণীর বেশে আহ্বানিছে নেচে নেচে
'কোথারে পাপিষ্ঠ কলি! কলিকাল কই'?
হের ধনী ধর্ম্মনিষ্ঠ আমরা কি নই?

দাঁড়াও সবাই রুখে সমস্বরে মাকে ডেকে
'জয় মা ভারতি' বলে ধরমের পথে ;
জাগিবে একতা পুনঃ সবে মিলে বলি শুন
সবাই সবারে টেনে চাহি যদি নিতে,
সবাই সবার টানে যাব প্রেম-স্রোতে।

কেহ না রহিবে আর বহিতে কু দুঃখ-ভার
সন্তোষ সবার হবে হৃদয়-ভূষণ ;
কু ধারণা পদে দলে রবে সবে মাতৃকোলে
সংসার সবার হবে প্রেম প্রস্রবণ
মরতে আসিবে নেমে স্বর্গের কিরণ।

"শান্তিমঠ" সৃষ্টি হবে সাধুদ্বেষী না রহিবে
লীলানিকেতন ধরা হবে দেবতার ;
মানব অমর হবে প্রাণে শান্তি বিরাজিবে
মধুর মিলন রবে হৃদয়ে সবার ;
দূরে যাবে পাপতাপ মোহ-অন্ধকার॥

আদর্শ সংসারী

স্বার্থ বিজড়িত ভালবাসা যত ত্যক্ত তাহা বিবেকীর ;
সংসার সম্বন্ধে সম্বন্ধী যে জন সে আপন অজ্ঞানীর।
সুখের আশায় সংসার সাজায় হীনমতি যেই জন।
শুধু ত্যাগ তরে যে সংসার করে সেই হয় মহাজন ॥

বদ্ধ জীব

সংসার আমার
আমি সংসারের
এ ভাব যাহার সাধা ;

সে জন সুজন
হলেও কখন
মিটেনা তাহার ক্ষুধা।

আপদে বিপদে
সদা বদ্ধ রয়
চিন্তা হয় চিরসাথী ;

সারথি মনের
ইন্দ্রিয় নিচয়
রিপুছয় দেহরথী ।

শোক তাপ আদি
জরা যম ব্যাধি
সঙ্গের দোসর হয় ।

পাপপূর্ণ প্রাণ
লুপ্ত মহাজ্ঞান
সে সুখী কদাপি নয় ॥

পশু প্রকৃতি

পশু ভাব যার
বৈরাগ্য তাহার
চিন্তায় আসে না কভু,

খাদ্য পেলে খায়
সদা সুখী তায়
মানে না ভাবনা বিভু।

পরনিন্দা পেলে
আনন্দ উথলে
পরদোষ সদা হেরে;

পরসুখ হেরে
মুখ ম্লান করে
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে;

হৃদয় বিদরে
যদি হেরে কারে
উন্নতির পথে যায়।

সরলতা যেটা
ত্ত চক্ষের কুটা
কুটিল কুপথে ধায়।

বিপদ-সঙ্কুল
পথ সুখমূল
বাদ বিসম্বাদ সাথী ;

পরকাল তরে
কিছুই না করে
নাইকো শমনে ভীতি।

মান অপমান
সন্তোষ সম্মান
কোন জ্ঞান নাহি হৃদে ;

ক্রূর মতি অতি
কলুষ প্রকৃতি
সদা পাপ কর্ম্ম সাধে।

জ্ঞানী যেই জন
হেন আচরণ
নয়নে হেরিবে যার ;

আশু ত্যজি তারে
দূরে যাবে সরে
আত্মীয় হলেও তার

কহিবে না কথা
ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা
হেন সাথে যেবা রয় ;

বিবেকের পথে
কভু নারে যেতে
সেও সমগুণী হয় ॥

অনাথনাথ

যার কেহ নাই ভবে ভগবান তার ;
সতের সহায় সদা শান্তির আধার ।
প্রবাসে সংসার বাসে পরেশে যে জানে
তাহার দোসর তিনি হন শেষ দিনে ॥

সাম্য

যাহা কর পূজা পাঠ ব্রত উপবাস ;
সমত্ব না এলে প্রাণে সমস্ত বিনাশ ॥

বিবেক

কেন আসা এ সংসারে কে তাহা বলিতে পারে
একজন পারে সেও সতের আধারে—
বিবেক তাহার নাম যারে পেয়ে প্রাণারাম
প্রাণময়ে অবিরাম চিনাতে যে পারে।

যার জানিবারে আশা হৃদয়ে সাজায়ে বাসা
প্রতিষ্ঠা করহ তারে ; সযতনে তায়
সঁপিয়া চঞ্চল মন আসক্তি ও আকিঞ্চন
পূজ তারে সর্ব্বক্ষণ স্বীয় মহিমায়।

সে সব বলিয়া দিবে তূর্ণ আশা পূর্ণ হবে
মনুষ্যত্ব বেড়ে যাবে ; প্রেম দরিয়ায়
আনন্দে ডুবিয়া রবে, দুঃখ দৈন্য দূরে যাবে,
আপদে বিপদে হবে শ্রীগুরু সহায় ॥

সাধনা

সাধনার উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয় দমন ;
সংযত সুস্থির চিত্ত সুশাসিত মন ;
সরল উদার ভাব সত্ত্বগুণ গান,
দয়াবান ভক্তিমান প্রেমপূর্ণ প্রাণ ;
জীববভাব নাশ শুদ্ধা শ্রদ্ধা ভগবানে ;
কামনা বাসনা ক্ষয় মুক্তহস্ত দানে ;
অবিষয়ে বিষজ্ঞান বিষয় সন্ধান ;
সমত্ব স্বভাব ধর্ম্ম কর্ম্ম-অবসান ॥

নিন্দুক

দেব নিন্দা মুখে যার কোথা আছে সুখ তার
ইহকালে পাপে জ্বলে অন্তেতে নিরয় ;
সপ্ত জন্ম মূক হয়ে জন্মে সে দরিদ্র গেহে
ভিক্ষান্নে উদর পূর্ণ কোন ক্রমে হয়।

তথা গুরু পিতা মাতা কিম্বা সাধু পতিরতা
অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মী ধর্ম্ম বা আচার,
জ্ঞানী জন না নিন্দিবে নিন্দিলে পাতক হবে
পুরুষানুক্রমে যাবে নরক মাঝার !

যে যে ইষ্ট নিয়ে থাকে মিষ্ট বাক্যে ভক্ত তাকে
বুঝাইবে তাহে হবে মুক্তি সুনিশ্চয় ;
কদাপি আপন মতে না সাধিবে দীক্ষা নিতে
মহাপাপ ভোগ তাতে দুই নষ্ট হয়।

বৈষ্ণব ও গাণপত্য কিম্বা শৈব সৌর শাক্ত
একে পাঁচ পাঁচে এক সতের নির্দ্দেশ ;
যার মনে ভিন্ন ভাব তার না হইবে লাভ
না লভিবে ধর্ম্মে কর্ম্মে কভু পুণ্য লেশ ॥

পাপীর চিন্তা

ভাব সদা তুমি মহাপাপী আমি
কি করে পাইব প্রেমের তরী ?
পুণ্যবান জনে প্রেম মহাজনে
রেখেছে যে সদা হৃদয়ে ধরি।

নরকের সাজে যে রয়েছে সেজে
বিষয় আশয়ে সতত মজে ;
দারা পুত্র যার হয় কণ্ঠহার
তার কাছে কি গো বিবেক আসে ?

বিবেক না এলে ভগবান মিলে ?
জানি না কি হবে জীবন-শেষে।
বৈতরণী পারে ভেসে আঁখিনীরে
বুঝি বা ফিরিব নরক-বাসে।

হায় ! হায় ! হায় ! কি হবে উপায় ?
কে হবে সহায় শেষের দিনে ?
পাপীর চীৎকার শ্রবণে কি তাঁর
পশিবে কখন কে আছে জানে ?

কে জানিবে আর সাধু ভিন্ন তাঁর—
কে রাখে খবর বল না ভাই ?
অনুতাপানলে পাপ যায় জ্বলে
করুণ ক্রন্দন শুনেন তাই।

কাতর আহ্বান শুনে ভগবান
পতিত উদ্ধার করেন বলে—
তিনিই ত হন পতিতপাবন
কি চিন্তা তাঁহার শরণ নিলে ?

আদর্শ দম্পতি

দম্পতি যুগল নিয়ে ধর্ম্মবল
বহিবে সকল বিষয় ভার ;
রবে সত্য সাথে নিয়ে কর্ম্ম মাথে
নিষ্কামের পথে খুঁজিবে সার

বেঁধে পরস্পরে বিশ্বাসের ডোরে
রবে উভে পরে নিশ্চিন্ত মনে ;
চিন্তা চিন্তাময়ে সকল সময়ে
জড়াবে না পায়ে শৃঙ্খল জ্ঞানে।

ইন্দ্রিয় নিচয়ে বাধ্য করে নিয়ে
বধ্য রিপুছয়ে করিবে নাশ ;
প্রকৃতির ডোরে বেঁধে প্রকৃতিরে
পরেশের করে সঁপিবে রাশ।

দীন দুঃখী জনে সদা হৃষ্ট মনে
সাদর আহ্বানে করিবে দান ;
প্রত্যহ সঞ্চয় কিছু যেন রয়
অল্পে তুষ্ট হয় দোঁহারি প্রাণ।

ত্যজি ফলাকাঙ্ক্ষা কর্ম্মেতে আকাঙ্ক্ষা
হোক যত সংখ্যা নাহিক ভয়
সে দম্পতি অতি প্রিয় শুদ্ধ মতি
ভকতি প্রণতি সে পদে রয়।

সত্য

ধর্ম্ম কর্ম্ম যাই কর যোগ যাগ ধ্যান ;
সারথি না হলে সত্য কোথায় কল্যাণ ?

পাপীর গতি

মৃত্যু শেষে ওরে সূক্ষ্ম দেহ ধরে
যবে তুমি যাবে গগন পথে ;
সে দিনের কথা সে মরম ব্যথা
ঘোরে নাকি সদা তোমার সাথে ?
যমের কিঙ্কর এসে বরাবর
বসিবে যখন শিয়র দেশে ;
হেরিলে তাহার বিকট আকার
ঘন শিহরিবে ভীষণ ত্রাসে।

যবে সমুদয় পাপ অভিনয়

অভিনীত হবে নয়ন-পথে ;

এক এক করে হেরে আঁখিনীরে

ভাসিবে তখন আকুল স্রোতে।

হেরিবে না আর কাছে আপনার

রহিয়াছে কেহ অভয় দিতে ;

জীবনের যত পাপ পুঞ্জীকৃত

তাই সেজে আসে দোসর হতে।

হৃদয় কাঁপিবে আতঙ্কে ডুবিবে

"কি হবে কে নেবে করিয়ে পার ?"

এই ভেবে ভেবে দেহ তেয়াগিবে

শমন ধরিবে অমনি ঘাড়।

পড়ে রবে ভ্রাত! ধন জন যত

সুসজ্জিত শত দালান কোঠা ;

তোমার অভাবে যত দুঃখ হবে

শত গুণ দেবে শমন বেটা।

বৈতরণীতীরে যবে যাবে ওরে

পাপীর চীৎকারে কাঁপিবে দেহ ;

কারো কেউ নাই, উলঙ্গ সবাই
কারো দিকে নাহি হেরিছে কেহ।
সবে কম্পমান ভাসিছে বয়ান
কঠোর শমন শাসন ভয়ে;
খর স্রোত হায়! উষ্ণ বারি তায়
কি করে সাঁতারি উঠিবে গিয়ে?
হেরিবে গো আর বিকট আকার
হাঙ্গর কুম্ভীর আসিছে তেড়ে:
সাপিনীর দল গায়ে বেঁধে বল
পাপীর মস্তক দংশন করে।
জলৌকা আসিয়ে ধরিছে ঘিরিয়ে
হৃদয় বিদরে সে দৃশ্য হেরে;
কারু বাধা দিতে শক্তি নাহি চিতে
যমের মুগুর মাথায় পড়ে।
ভাবিবে তখন ওরে ভ্রান্ত মন!
কেন অকারণ সংসার নিয়ে,
ভুলে ভগবান্ নিয়ে কু অজ্ঞান
দিছি আত্মবলি মায়াব পায়ে?

ভাবিতে ভাবিতে হেরিবে চকিতে
আছে সেতু এক যাইতে পারে :
কিন্তু ক্ষুর ধার যেতে সাধ্য কার ?
কেশের ধারণী যাবে যে ছিঁড়ে।
পুণ্য সাথে যার সেই হয় পার
হেরিবে যখন ও অজ্ঞ জন !
অনুতাপানলে ভেসে আঁখি জলে
কাঁদিবে তখন কাঁপিবে মন।
দুঃখ জ্বালা সয়ে যে কোন উপায়ে
পারে গিয়ে যদি পোঁছিতে পারে ;
যমদূতগণে নিয়ে যায় টেনে
ধরম রাজার বিচার ঘরে।
পুণ্যশ্লোক যাঁরা মুহূর্ত্তেকে তাঁরা
সুবিচারে ছুটে স্বরগবাসে ;
পাপী পড়ে রয় হয়ে নিরাশ্রয়
সংবৎসর কাল ভীষণ ত্রাসে।
পুরকাদি দান যত অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠিত হয় মৃতের তরে ;

মহাপাপী জন লভে না কখন
পাপের তাড়না পুড়িয়ে মারে
প্রেত দেহ ধরে নরকের দ্বারে
বাঁধা রয় তারা বিচারাবধি ;
কাল পূর্ণ হলে স্ব স্ব কর্ম্মফলে
ছুটে স্ব স্ব বাসে নয়ন মুদি ॥

প্রত্যুপকার

পেতে উপকার করে উপকার
যেই কদাকার ভবে।
দহে অনিবার হৃদয় তাহার
প্রত্যুপকারাভাবে ॥

হতভাগ্য

বাঁর মন লয়ে স্থিরপ্রজ্ঞ হয়ে
তবু যেবা বদ্ধ রয়।
মুক্ত বলি কারে? কে যাইবে পারে?
দুখী আর কারে কয়?

যোগী ও ভোগী

ভগবান দূরে নন অন্তরে আপন;
সতত হেরেন যোগী মুদিয়া নয়ন।
ভোগী সদা ভোগাসক্ত সংসারে তেমন
সে কি পায় পরমেশ ভাব কদাচন?

দান

দয়া ধর্ম্ম আভরণ যে দাতার দেহে ;
সেই ত দেবতা সত্য শাস্ত্রকার কহে।
রাজ অনুগ্রহ কিম্বা স্বীয় স্বার্থ তরে
যাহা হয় অনুষ্ঠান ভোগে ক্ষয় করে ॥

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব স্বর্গীয় বটে নিঃস্বার্থ শৃঙ্খলে
বদ্ধ যদি দুইজন হয় ভাগ্যবলে :
সুপুণ্য প্রসূত ভাগ্য মাল্য পারিজাত
সাধুজন গলে তাহা শোভে দিনরাত ॥

গুরুর কথা।

সদ্‌গুরু

আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না হইলে ত্যাগ
আত্মকর্ম্মে ব্রহ্মে মন যুক্ত নাহি রয় ;
তথা সদ্‌গুরু বিনা জপ তপ যাগ
সকল বিফল দুষ্ট অহঙ্কারময়।

সদগুরু কৃপায় শুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানোদয় ;
শাস্ত্রের যাথার্থ্য ক্রমে অনুভব হয়।
অন্তর্লক্ষ্য বহির্দৃষ্টি বাসনা রহিত
সাধয়ে অসাধ্য যত জীব জ্ঞানাতীত॥

বিষয়ী গুরু

যে জন ভীষণ বিষয়ীরে রাখে
গুরুপদে স্থান দিয়ে
মজে সে অসার নশ্বর সংসারে
স্বার্থের পসরা নিয়ে ॥

নির্ভরতা

ভূতে যারে পায়
সেকি ওঝা চায় ?
ওঝাও কি সেধে আসে ?
আত্মীয় যে জন
বিশুষ্ক বদন
ওঝা খুঁজে দেশে দেশে ;

অনুরূপ গুরু

হেরে শিষ্যে ভীরু

উচিৎ চিকিৎসা করে ;

যে উপায়ে পায়

ম্লান রাঙা পায়

হৃদে বল বীর্য্য ধরে।

কেন নিরুপায়

ভেবে মূঢ় হায় !

এর ওর দ্বারে ঘুর ?

হৃদে রেখে বল

বিশ্বাস কেবল

নিষ্কাম সম্বল কর ॥

যোগ্যতা

হৃদিক্ষেত্র যদি অনুর্ব্বরা রয়
কর্ষিত না হয় কালে :
গুরুবীজ নিয়ে রাখিলে পুতিয়ে
বৃক্ষে কি সুফল ফলে ?
কেন ব্যস্ত হও উপদেশ লও
যাহে উপযুক্ত হয়।
সারবান হলে কে রাখে সে ফেলে
সেধে নিজ করে লয়॥

মন্ত্রগুপ্তি

যাহা কর মনে কোণে করে চিত্ত স্থির
তা হলেই সিদ্ধকাম হবে কর্ম্মবীর।
হেরে পরে নেয় হরে কর্ম্মফল তার
মনে ভাবে গুরুবীজ নিতান্ত অসার॥

বদ্ধগুরু

সূত্রে পুষ্প মাল্যবৎ পরমাত্মাপ্রেমে—
গাঁথা সদা জীবগণ মায়ায় মোহিত ;
লক্ষ্যভ্রষ্ট সদা তারা
তাই আত্মজ্ঞানহারা,
ডাকিলে পায়না সাড়া শুনে বিপরীত।
না পেলে সাধক গুরু,
পায় কি সে কল্পতরু ?
স্বার্থভীরু জন কিগো ! বুঝে হিতাহিত ?
অর্থ তরে সদা ঘুরে,
অনর্থ চাপায় শিরে
ধর্ম্ম ঘর চুরি করে পাপী সুনিশ্চিত।
হেন জন গুরু নন যুক্তি শাস্ত্রোচিত॥

পরশ্রীকাতর

যেই অভাজন
চিন্তে অনুক্ষণ
পর অমঙ্গল ব্রত ;

কভু গৃহে তার
না হেরিবে আর
আছে কেহ আনন্দিত

মহা অমঙ্গলে
সবে রাখে গিলে
অকূলে পড়িয়া ভাসে।

মিত্র কেঁদে মরে
প্রতিদ্বন্দ্বী তরে
শত্রুপক্ষ সদা হাসে ॥

মিথ্যাচার

কথা কও যেন কত তত্ত্বজ্ঞানী তুমি ;
কেন বল মতি তব এত নিম্নগামী ?
এখনো নয়নে হেরি বিষয় দর্পণ
কামিনী জীবনীশক্তি ভাব আলিঙ্গন ;
ধ্যানে হস্ত নিরাকার সকাম সাধনা ;
স্বার্থসিদ্ধি তরে কূট জল্পনা কল্পনা ॥

শত্রু মিত্র

শত্রু এসে জুড়ে বসে সংসারের পথ ।
কিন্তু বলে মিত্র মোর ঘুচালে আপদ ॥

স্বার্থময়

বৃথা তর্ক ছাড়　　নামা স্বার্থ ভার
মায়ার বন্ধন কাট ;
ছাড় এ সংসার　　নাহি কিছু সার
ভাঙ্গিবে সাধের হাট ।

যাদের চাহিয়ে　　রয়েছ ভুলিয়ে
শত্রু তারা অতিশয় ;
শমনের হাতে　　বেঁধে তুলে দিতে
তারাই কারণ হয় ।

স্বার্থের শৃঙ্খলে　　বাঁধা আছে বলে
আঁখিজল আছে সাধা ;
কিন্তু মৃত্যু শেষে　　আসিবে না কাছে
ভুলে যাবে সব কথা ॥

সাধারণের কথা

পিতৃস্তব

নমি পিতঃ ! পদে তব সর্ব্বদেব সম মম
জন্মদাতা প্রত্যক্ষ দেবতা ।
তুমি স্বর্গ তুমি ধর্ম্ম জপ তপ শুভ কর্ম্ম
তুমি হও সর্ব্ব ফল দাতা ।

সর্ব্বতীর্থ সম তুমি তুমিই পরম স্বামী
আশুতোষ করুণা-সাগর ;
দুর্ল্লভ মনুষ্য যোনি লভি আমি পুনি পুনি
তবু তোমা করি না আদর ।

তপ জপ তীর্থ স্নান তোমার দর্শন ধ্যান
তোমারে হেরিলে শুদ্ধ মন ;
তোমার সেবায় হয় কোটি জন্ম পাপ ক্ষয়
অশ্বমেধ ফল অগণন ।

শিবরূপে তুমি পিতা জীবের মঙ্গল দাতা
মহাগুরুরূপে মূর্ত্তিমান।
হেরিয়া তোমায় তবু সে জ্ঞান আসে না কভু
কর ক্ষমা আমি যে অজ্ঞান।
প্রত্যক্ষ দেবতা মম কেবা আর তোমা সম
কি মধুর তোমার আদর ?
স্মরণ হইলে হায় ! আঁখিধারা বয়ে যায়
মনে হয় শান্তির আকর।

মিষ্ট অতি সুশাসন যা হতে চঞ্চল মন
স্থির হয় উন্নতি আশায় ;
ধর্ম্মপথে সদা রয় শ্রমে না কাতর হয়
কর্ম্মবোঝা বহে সে মাথায়।

এমন পিতার প্রতি যে করে ভকতি নিতি
কিংবা স্তব স্তুতি প্রতিদিন ;
হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানী ধার্ম্মিকের অগ্রগণী
হলেও সে বিদ্যা বুদ্ধি হীন।

বাড়ে পরমার্থ বল লভে যত পুণ্যফল
ইহকালে ভোগ্যবস্তু রূপে।
মজে না সে এ সংসারে পাপে তাপে দুঃখ ঘোরে
পড়ে নাকো মোহ অন্ধকূপে॥

মাতৃস্তব

নমি মাতঃ শ্রীচরণে সর্ব্বদেবী সমস্থানে
সর্ব্বসুখদাত্রী সন্তানের;
শুধিতে তোমার ঋণ কিবা ধনী কিবা দীন
কারো শক্তি নাহি জগতের।

জঠরে ধারণ করে কত ক্লেশ অকাতরে
সহিয়াছ সন্তানের তরে;
হেরিয়া সন্তান-মুখ লভেছ স্বরগ সুখ
কত না আদরে হৃদে ধরে।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান রক্ষিতে সন্তান প্রাণ
কত ক্লেশ সহেছ জননী !
কত স্নেহ ! কত মায়া ! কত দান ! কত দয়া !
সন্তানের তরে নিশিদিনই।

মুখখানি যবে মোর হেরেছ অসিত ঘোর
কিংবা ছল ছল দুটি আঁখি ;
কত ব্যাকুলতা ভরে শুধায়েছ হেতু মোরে
হৃদে ধরে হয়ে অশ্রুমুখী।

নাশিতে সন্তান দুখ ত্যজিয়া সকল সুখ
সুধু বিভু পানে চেয়ে আছ ;
সন্তানের সুখে সুখী সন্তানের দুঃখে দুখী
তার হাসি নিয়ে তুমি হাস।

হেরিলে সন্তান রোগ তোমার যা ক্লেশ ভোগ
ভাবিতেও বিদরে হৃদয় ;
মুখ শুকাইয়া যায় উন্মাদিনী সমা হায় !
অন্ধকার হের সমুদয়।

তোমার সমান মাতঃ ! আর কারে হেরি না ত
তুমি জীব-কল্যাণ-প্রসূতি ;
স্বর্গ হতে গরীয়সী ত্রিদিবের সুধারাশি
তুষ্টি পুষ্টি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি।

ক্ষমা কর ক্ষমাবতী , আমি দুরাচার অতি
তব প্রতি ভক্তি নাহি মোর ;
জাগতিক সুখে ভুলে তোমায় যেতেছি ভুলে
দারা পুত্র পেয়ে মত্ত ঘোর।

শুয়ে ঐশ্বর্য্যের কোলে তব কোল গেছি ভুলে
ধিক্ মোরে! ধিক্ শতবার !
তুমি যে রাজার রাণী সকল আনন্দ খনি
হেন ভাব জাগে না আমার।
দুর্ল্লভ জীবন পেয়ে তোমাকে মা না চিনিয়ে
নশ্বরে সতত ডুবে আছি ;
বিষয় বিষম বিষে স্মৃতিটাও সরে গেছে
সর্ব্বগুণ তব ভুলে গেছি।

তুমি যে আরাধ্যা মম সর্ব্ব দেব দেবী সম
প্রত্যক্ষ দেবতা হৃদয়ের ;
কখন জাগে না প্রাণে আছি আপনার মনে
ইন্দ্রিয় সেবায় জগতের।

কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখন নয়
তাই বলি তনয়ে তোমার ;
ডুবিতে অতল তলে নিও মাগো নিও কোলে
এ মিনতি অন্তিমে আমার।

পিতৃমাতৃসেবা বলে ধর্ম্মব্যাধ গেল চলে
করে সর্ব্বজ্ঞত্ব ধনলাভ।
যোগী ঋষি যার তরে কত শত কাল ধরে
করে তপ লভে না সে ভাব।

মাতৃভক্তি বলে হায় ! কত জীব তরে যায়
নিদর্শন আছে শত শত ;
আমি ভাগ্যহীন হয়ে আছি মত্ত ভোগ্য নিয়ে
মম যোগ্য অনুতাপ যত।

এ মিনতি পদে মোর শেষের দুর্দ্দিনে ঘোর
ভুলিও না তব সন্তানেরে।
আর কি প্রার্থনা করি দিও মা চরণ তরী
অপরাধী অধম জনেরে॥

পিতৃমাতৃভক্তি

শাস্ত্র পড় তর্ক কর কর ক্রিয়া মান ;
হবে নাকো পিতৃমাতৃভক্তের সমান।
অজ্ঞও যে ভক্ত হয় বিজ্ঞ তারে কই।
বিজ্ঞ যদি ভক্ত নহে নাম নাহি লই॥

বিকৃতমস্তিষ্ক

বিকৃত মস্তিষ্ক যার অন্তর্লক্ষ্য কোথা তার
সত্যের আশ্রয় সে কি পায় ?
থাকে সে অসুরভাবে সদা কুবিষয়ে ডুবে
বারংবার আসে আর যায়।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যাহা বুঝিতে পারে কি তাহা ?
রজস্তমোগুণে মোহময় ;
সকাম সাধনে মতি কুকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-গতি
মায়ার কুহকে মজে রয়।
জিহ্বার সংযম নাই বাসনার বৃদ্ধি তাই
কাম ক্রোধ আদি সঙ্গী ছয় ;
আমি ও আমার বোল ধর্ম্ম কর্ম্মে গণ্ডগোল
কাম ভোগই পুরুষার্থ কয়।
আমি সুখী আমি ভোগী আমি সিদ্ধ আমি যোগী
সবেতেই "আমি" "আমি" রব।
অজ্ঞানেই অধিষ্ঠিত নাহি বুঝে ইষ্টানিষ্ট
অধোগতি প্রাপ্ত হয় সব ॥

পাপচিত্র

মনে যার পাপ হৃদে তার তাপ

করম-কালিমা-মাখা ;

সাধুজন তারে পায় ঠিক হেরে

বিষাদ বদনে আঁকা।

সদা আনমনে রয় মন্দ ধ্যানে,

কোন কার্য্যে নাহি মতি ;

সামান্যেতে হয় রুষ্ট অতিশয়,

হাস্যে অসন্তোষ অতি।

বিকার বিরক্তি নয়নেতে ভাতি

অখ্যাতিতে নাহি ভয় ;

ভোজনে চতুর বচনে মধুর

বাচালতা অভিনয়।

আবিলতাময় উপদেশচয়

স্বপ্রধান সর্ব্ব কাজে ;

মহাজন কয় সঙ্গযোগ্য নয়

থাক মন তারে ত্যজে ॥

শিশ্নোদর পরায়ণ

শিশ্নোদর পরায়ণ যেই মূঢ়জন
না বুঝে প্রকৃত তত্ত্ব কে পর আপন।
পূজা পাঠ দান ধ্যান নাম জন্য হয়,
পরকাল তরে তার কিছুই না রয়।
নিম্ন হতে নিম্নস্তর লভে জন্মান্তরে ;
ইহাই নরক ঘৃণ্য বিবেক বিচারে ॥

সতের আশ্রয়

অসুর ও দেবভাব ভব অভিনয়ে,
জীবেরে করয়ে গ্রাস গুণ কর্ম্মাশ্রয়ে
যে জন শরণ লয় সতের সতত
সত্ত্বের উদয় হয় রিপুবল হত ॥

হরিনাম

হরি নাম ভাল হরি নাম আলো
হরি হরি বল বদনে।
কলি-জীব-বন্ধু নাশে ভব বিন্দু
বাড়ে ভাব-সিন্ধু স্মরণে।
ডাকিলে আনন্দ দূরে যায় সন্দ
মন্দ নাহি রয় মরণে।
মুগ্ধ লুব্ধ হয় ক্ষুব্ধ সুখে রয়
বদ্ধ "মুক্ত জীব" জীবনে॥

দুমুখো

অন্তরেতে এক
মুখে বলে আর
তার সম পাপী নাই ;

ছাড় সঙ্গ তার
মুদ নেত্র দ্বার
যদি ঠিক পাও ভাই।

করিও না তার
কোন উপকার
মরে যায় মরা ভাল।

সে যে নষ্টচন্দ্র
করে সবে অন্ধ
হরে নয়নের আলো॥

মীমাংসা

বীজ হতে বৃক্ষ কিংবা বৃক্ষ হতে বীজ
এই নিয়ে করে জীব দ্বন্দ্ব পরস্পর।
জ্ঞানী বলে কর্ম্মফলে বীজ লভে জীব
তাহতেই কল্পবৃক্ষ মৃত্যুঞ্জয় শিব॥

ভালবাসা

ভালবাসা স্বরগের স্ফুট প্রেমালোক ;
কামান্ধ বুঝিবে কিসে গৌরব তাহার ?
কামোন্মত্ত হেরে সদা কামের স্বপন ;
গব্য কি কুক্কুরভোগ্য হয় কদাচন ?

প্রশংসা

প্রিয়জনে করে যদি প্রশংসা তোমার
সে নহে প্রশংসা সত্য স্বার্থের বিকার।
সাধারণে ধন্যবাদ করে যার মন !
সেই সে প্রশংসনীয় সেই সাধুজন ॥

জ্ঞানপাপী

অজ্ঞানে করিলে পাপ কর্ম্মে ক্ষয় হয় ;
সজ্ঞানে সাধিলে কভু ধর্ম্মে নাহি সয় ।
সমুদয় কর্ম্মে তাই হও সাবধান ।
অনন্ত নিরয় নহে অন্তের নিশান ॥

কলঙ্ক

দিগন্ত ব্যাপিয়া যাঁর সুযশঃ সৌরভ ;
কলঙ্ক তাঁহার শশী-বক্ষ-অলঙ্কার ।
পবিত্র প্রতিভা কিগো পরকুৎসা মাঝে
লুকাইতে স্থান পায় ? পাপী তাহে মজে ॥

নাম মাহাত্ম্য

জীবে শুনাইয়া কর নাম সংকীর্ত্তন,
নামের সমান নাই অমূল্য রতন ;
নাম তন্ত্র গুরুমন্ত্র নাম ব্রহ্ম হয়,
ভব পারবার তরে যেবা নাম লয় ॥

চিন্তা

চিন্তা দণ্ড ঈশ্বরের সূক্ষ্ম সুবিচার :
অজ্ঞ জন হিয়া মাঝে প্রতিষ্ঠা তাহার ;
বিজ্ঞ জন ভুলে কভু সঙ্গ না করিবে,
ভগবৎ ভাবে সদা বিভোর রহিবে।
দেহ মন ধন জন জীবন যৌবন
করিয়া উৎসর্গীকৃত হয়ে এক মন,
পড়ে রয় যেই জন পরেশ চরণে
কি চিন্তা তাহার আর জীবনে মরণে ?

শান্তির সোপান

বিবেক হইতে হয় বাসনা বিলয় ;
বাসনার নাশে শুদ্ধ বৈরাগ্য উদয়।
বৈরাগ্যে কর্ষিত ক্ষেত্র সার অন্বেষণ ;
সুসার সংযোগ দেখে সুবীজ বপন।
অনন্তর ভক্তি জ্ঞানে ঘেরা ও পাহারা ;
ক্রমে বীজ অঙ্কুরিত ফলে পুষ্পে ভরা।
প্রেমলগা নিয়ে তবে পাড় আর খাও।
তৃপ্তি শেষে শান্তিলাভ করিবারে যাও।
ইহার অন্যথা হলে সব জলে যায় ;
সাবধানে জীব এর সাধিবে উপায় ॥

বিপদ-গ্রস্ত

বিপদ আসিছে কাছে জেনে তুমি যোদ্ধৃবেশে
দাঁড়াও এখনি ভয়ে দূরে লুকাইবে।
অন্যথা স্কন্ধেতে ধরে জোরে হেঁটমুখী করে
ফেলিয়ে ধরণী পরে পৃষ্ঠেতে চড়িবে।
বিপদ বানর-পারা ভয়াতুরে করে তাড়া
মূর্ত্তি ওসে ভয়ঙ্করা মনে না চিন্তিবে।
সন্তোষ তাহার অরি ধৈর্য্য স্থিরবুদ্ধি তারি
মৃত্যুবাণ রেখো জ্ঞান তবে ত্রাণ পাবে॥

বিশ্বাস

ঈশ্বরে বিশ্বাস যার অমঙ্গল কোথা তার
বিভুর মঙ্গল কর সদা শিরোপরে ;
পিতৃ পিতামহ আদি বরষিছে নিরবধি
পরলোক হতে পূত আশিস সাদরে।

সুপ্রসন্ন সাধু জন　　　　লভে সঙ্গ জেনে মন
ধন্যবাদ অগণন নর নারী মুখে ;
সন্তোষ তাঁহার সাথী　　　　ধর্ম্ম দেহ রথ রথী
প্রতি কার্য্যে পরমেশ রাখে তাঁরে সুখে ॥

দিব্যোন্মাদ

দিব্যোন্মাদে হায় ! উন্মত্ত যে জন
সে নহে অজ্ঞান ওরে ভ্রান্ত মন !
যে হেরে তাঁহারে পবিত্র সে জন
সে যে পরমার্থ ধন

পারত্রিক পথে সেই পারে নিতে
সেই হতে জীব ভাসে প্রেমস্রোতে
সে আলোক বাণী অন্ধকার পথে
ভয়শূন্য করে মন ।

সঙ্গে যেবা তাঁর সতত বিহরে
লভে সে বৈরাগ্য বিবেক নিচয়ে
ভগবজ্জ্যোতি নয়নেতে পড়ে
হিয়া শান্তি-প্রস্রবণ।

প্রেমের ঠাকুর সেই মহাজন
তাঁর উপদেশে বৈকুণ্ঠে গমন
দয়া করে আর যদি গুরু হন
তুচ্ছ এ ঐহিক ধন।

পরমার্থ ধনে পূরয়ে ভাণ্ডার
ভোগে ক্ষয় কভু নাহি হয় যার
রোগ শোক আদি রহে নাকো আর
শমন শাসিত হন।

রিপুগণ ভয়ে সদা বাধ্য রয়
মায়া পাশ কেটে মুক্ত সেই হয়
হেন সঙ্গ সুখ লভ মোহময়'
বলে সদা সাধু জন॥

কলির নীতি

সুপ্রেম প্রসূত পূত পুণ্য হৃদি মাঝে
বিশ্বাস করয়ে বাস সদা সত্ত্ব বেশে ;
কে করে বা দান তাহা কে করে গ্রহণ ?
মূঢ় জন বিনিময়ে যাচে নারী-মন।

ধন্য কলি ! কলিকাল ! কলির বিধান ;
মণিমূল্যে ফণী ক্রয় করে বুদ্ধিমান ;
পিতামাতা ভৃত্যবৎ বৃদ্ধ হলে হয়
পুত্রমুখ হেরে তবু সদা মোহময়।

জ্ঞানীজন মানিনীর চরণ কিঙ্কর ;
ধনী জন মধ্যে হায় ! মাতাল বিস্তর।
সুধী যাঁরা মূক তাঁরা সর্ব্বকাল রয় ;
উপযুক্ত পুত্র হেরে পিতা পায় ভয়।

গুরু হেরে গৃহাগত অর্থের চিন্তায়
শুষ্ক শিষ্যমুখ হায় ! ভাবে নিরুপায় ;
রাজকর অনাদায়ে যায় ভদ্রাসন ;
মাকে পোড়ামুখী বলে প্রিয়ারে চুম্বন।

চোর ধরে সাধু বেশ লুটিছে সম্মান ;
সামান্য আহার্য্য তরে সাধু কষ্ট পান।
অবিবেকী অত্যাচারী সমাজের পতি ;
জ্ঞানীজন সর্ব্বক্ষণ যাচে অব্যাহতি।

পত্নীভয়ে স্বামী রয় জুজুর মতন ;
দাসী তরে ঠাকুরাণী সশঙ্কিতা র'ন।
ভূমিষ্ঠ হইলে কন্যা হেরে অন্ধকার;
পুত্র বিক্রি করে পিতা লুটিছে বাহার।

গাহিতে মাহাত্ম্য তব শতমুখ হয় ;
উপযুক্ত তুমি কলি এ কালে নিশ্চয়।
পশু প্রকৃতির যত আকৃতি মানুষ ;
এখনও তাদের হায় ! হইল কি হুঁস ?

আপনার পদে হানি আপনি কুঠার,
যন্ত্রণায় ছুটে যায় শান্তি লভিবার ;
কিসে পাবে শান্তি সুখ এ পোড়া জীবনে ?
কোথা পায় একবার ভাবে কি সে মনে ?

জিজ্ঞাসা

বল ওরে মন ! একি জ্বালাতন এ মোহ-স্বপন কার ?
কে গড়িল দেহ এ ইন্দ্রিয় ব্যূহ রিপুদের অধিকার ?
কে পাঠাল হেথা ঘুরি যথা তথা পাইনা ঠিকানা তার :
বুঝিবা পরেশ পরীক্ষা কারণ সৃজিলেন জীবাগার ॥

ঈশ্বরে অবিশ্বাস

সে আছে কি নাই তা নিয়েই ভাই
বিব্রত রহিলে যদি,
কবে পাবে আর ঠিকানা তাঁহার
কবে যাবে মোহ-ব্যাধি ?

পার হবে কবে ভব নদী তবে
কে হবে কাণ্ডারী তোর ?
শমন শাসনে চেয়ে কার পানে
বিসর্জ্জিবে আঁখি-লোর।

কেবা হবে সাথী অন্ধকার রাতি
সম্মুখে আসিবে যবে ?
ত্যজিলে এ দেহ ছাড়িলে এ গেহ
কে এসে বুকেতে লবে ?
কে চালাবে পথ ভাঙ্গিলে এ রথ
সারথি পাইবে কারে ?
কি সম্পদ সাথে রবে পথে যেতে
পাথেয় কে দেবে তোরে ?
কার নাম নিয়ে শমনে ভুলায়ে
আপন ভবনে যাবে ?
এ মোহ-স্বপন ভাঙ্গিবে কখন
কে এসে জাগায়ে দেবে ?
প্রতি পলে পলে আয়ু যায় চলে
কতদিন রবে আর ?
ক্রমে শক্তি ক্ষয় জ্ঞান বুদ্ধি লয়
কে ধারিবে তোর ধার ?
বিব্রত সকলে স্ব স্ব কর্ম্মফলে
দারা পুত্র পরিজন।

স্বার্থ ফুরাইলে মায়া যাবে চলে
হবে তুমি জ্বালাতন।
সময় থাকিতে আপনার পথে
আপনি চল রে ভাই।
সংসার ভীষণ স্বার্থের বন্ধন
পরমার্থ কিছু নাই।
মিছে গণ্ডগোল ত্যজ স্বার্থ-কোল
হরিনাম কর সার ;
ক্রমে হবে মতি লভিবি ভকতি
বিশ্বাসে হইবি পার ॥

মরীচিকা

মজিও না মন !
সংসারে কখন
এ যে রে মায়ার খেলা ;

জীবে দিতে শিক্ষা
এ মহা পরীক্ষা
মোহনীরে মায়াভেলা ;

বাসনা তুফানে
রিপুর তাড়নে
পাপ পথে ছুটে যায় ;

দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি
মন মাঝি তারি
শেষে হয় নিরুপায় ॥

সুযোগ

বিবেকের পথে দৃঢ় মন লয়ে
হৃদয় বাঁধিয়ে দাঁড়া এবার ;
পাপের তরঙ্গ পড়িবে না পথে
ভব পারাবার হইতে পার।

এ সুযোগ মন! পাবে না কখন
অভিযোগ আর দেবে বা কারে?
হৃদয়ের আলো নয়নের পথে
ভাল মন্দ সব দেখাবে তোরে॥

স্বার্থপর

স্বার্থপর নর কোথা অবসর
পুণ্য খবর লইতে?
শকুনির প্রায় অধোদৃষ্টি হায়!
বিচরেও যদি শূন্যেতে।
পরদোষ পেলে আনন্দ উথলে
নিজদোষে উদাসীন।
হিংসা অনলে দহে দলে বলে
মজে সেই অতিহীন॥

সংসার

সংসার সুখের নহে নহে দুঃখাগার
মায়ামুক্ত জীব কয় কেন্দ্র পরীক্ষার।

শুচিবায়

শুচিবায় ব্যাধি যার কি করে সে হবে পার
চারিদিকে ঘেরা তার কণ্টক ভীষণ ;
অশৌচ অশুচি বলে সতত সন্দেহানলে
দগ্ধীভূত সেই হয় অজ্ঞান কারণ।

বুঝি পাপ এল কাছে ভেবে পাপমূর্ত্তি সাজে
তেলাপোকা ভেবে যথা কাচপোকা হয়।
বহুদূরে শান্তি তার মোহরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বার
দেহ শূন্য হয়ে পুণ্য শঙ্কাতে বিলয়।

তাই বলে সাধুজন শুচিবায় অলক্ষণ
কর তূর্ণ বিসর্জ্জন প্রেম-দরিয়ায়।

প্রকৃতি যাঁহার লীলা যাঁহার চলেছে খেলা
স্বার্থশূন্য শুদ্ধ মনে ভাব বসে তাঁয়।
সত্যের আধার হয়ে ভৃত্য সম নত রয়ে
নৃত্য কর নিয়ে তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কিংবা নিরজনে বসে চিন্ত তাঁরে হৃদি মাঝে
হবে প্রেমপূর্ণ প্রাণ সার্থক জীবন॥

প্রেমিক

সেই হয় প্রেমিক প্রধান।
ভগবানে সমর্পণ করেছে যে দেহ মন
সর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত সে পূত চরণে।
সর্ব্বদা সে পদ আশে ব্যাকুলতা হৃদে পোষে
আনন্দাশ্রুনীরে ভাসে লভিয়ে সে জ্ঞান

সেই হয় প্রেমিক প্রধান।
জীবভাব নাহি মনে পরার্থে জীবন দানে
কুণ্ঠিত না হয় যেবা স্বার্থের পীড়নে;
সুখে দুঃখে উদাসীন নিষ্কাম কর্ম্মেতে লীন
সামান্য আহার শুধু রক্ষিবারে প্রাণ।

সেই হয় প্রেমিক প্রধান।
প্রত্যেক হৃদয়ে হেরে নিজ প্রিয় দেবতারে
সর্ব্বজীবে সমভাব সর্ব্বদেবে সদা ;
রিপুর প্রাধান্য নাশি সংযত ইন্দ্রিয় রাশি
করিয়াছে যেইজন সাত্বিক মহান।

সেই হয় প্রেমিক প্রধান।
আত্মপর ভেদ নাই সুসম্বন্ধ দাদা ভাই
ভগবৎভাবে হয় রোমাঞ্চ শরীর ;
নামে বহে অশ্রুধারা অথবা পাগল পারা
কভু আত্মহারা কভু ঘুচে বাহ্যজ্ঞান।

সেই হয় প্রেমিক প্রধান।
নির্ম্মূল বাসনা যার স্থান নাই কামনার
হৃদয় উদার মন পবিত্র প্রসূন ;
পাপ কভু নাহি হেরে পাপী পেলে কোলে করে
তাপী তরে স্তরে স্তরে প্রেমামৃত দান।
সেই হয় প্রেমিক প্রধান॥

পর-দুঃখ-কাতর

পরদুঃখ হেরে হাসিও না মন !
তোমারও সম্মুখে হয় ত ভীষণ
কি আছে কপালে কে জানে কখন
অদৃষ্ট আঁধারময়।

অদৃষ্টের আলো নয়নে না পড়ে
কে হয় সক্ষম অদৃষ্ট বিচারে ?
পলকে প্রলয় ভাবিয়া অন্তরে
সাধু সৎ ধ্যানে রয়

সৎ চিন্তা যাঁর হৃদয় ভূষণ
পর দুঃখ হেরে কাঁদে সেই জন
আত্মসুখে নহে সন্তুষ্ট কখন
দুখী দুঃখে দুখময়।

দুঃখের পসরা দলিয়ে চরণে
প্রেম আলিঙ্গন দেয় দুঃখী জনে
দয়ামূর্ত্তি সেই মুক্ত হস্ত দানে
'দেহি দেহি' সদা কয়।

বলে 'সবে কর দুঃখী জনে দান ;
চিন্ত সবে সদা দুঃখীর কল্যাণ ;
ভাব অনুদিন সব এক প্রাণ
তুমি আমি ভিন্ন নয়।

তোমাতে আমাতে একই রক্ত জ্বলে
এক পথে সবে যেতে হবে কালে
একের চিন্তায় বিভোর সকলে
একই সর্ব্বাধার হয় ॥

এক ভাবে গড় সবার জীবন
একের চিন্তায় ঢেলে দাও মন
ভাই ভাই নহে বিভিন্ন কখন
একেতে উৎপত্তি লয় ;

একতার ডোরে বদ্ধ পরস্পরে
রও সর্ব্বকাল সূক্ষ্ম রজ্জু ধরে
বৃথা চিন্তা ভাই ! রাখ এবে দূরে,
ঘুচে যাবে দুঃখ ভয় ॥'

কামুক

কাম কলুষিত চিত্ত নিজ সুখ আশে
সতত উদ্বিগ্ন হয় স্বার্থের পীড়নে ;
আর্ত্তদুঃখ হাহাকার শ্রবণে না পশে,
অবিদ্যা চালিত নেত্র ভোগ অন্বেষণে।

পাষাণ সদৃশ হিয়া কঠোর প্রকৃতি
বিষয়ানুরাগী মন চিন্তা বিজড়িত।
আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিলাভে নহে কভু মতি
কামিনী কটাক্ষে মোহ, ত্রিতাপ তাপিত

বিবেক বিচার বুদ্ধি বিহীন সে জন
দুরাশা বর্দ্ধিত হৃদে বিষয়ের তৃষা
পরহিতে পরাঙ্মুখ পাষণ্ডী ভীষণ
স্ত্রৈণ ও উদ্যমশূন্য নেশায় লালসা ;

আর বলে 'এ সংসারে সুষমা স্বর্গের—
রমণী অধর সুধা শান্তির আধার ;
মধুর লাবণ্যময় যৌবন যাদের,
তারা সদা লভে স্বর্গ সুখ অধিকার।

"'দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা শায়িত যে জন
বিদ্যাধরী সম নারী যার বাধ্য রয় :
কিংবা রাজ অনুগ্রহে সুসজ্জিত র'ন
সেই দেব দেশমান্য বরেণ্য নিশ্চয় ॥'

কামজয়ী

কামিনী কটাক্ষে যারা নহে মোহময়,
না পারে ভুলাতে নারী কাম অভিনয়ে।
দুশ্ছেদ্য বন্ধন মুক্ত সেই জন হয় ;
ক্ষমতা তাহার জেনো আছে মনোজয়ে।

স্নেহ মমতা ও পাপ প্রধান শৃঙ্খলে
না পারে কদাপি বেঁধে রাখিতে তাহারে ;
বিষয় বিষম বিষ দলে পদতলে
শুদ্ধ মুক্ত সত্য পথে সে সদা বিহরে।

হয় না কন্দর্পবাণে কভু বিমোহিত
দুরাশা দুষ্পরিহার্য্য দূরে তার রয় ;
মোহ অবিদ্যার ফাঁদ হেরে সচকিত
সতৃষ্ণ কামনা ত্যাগে সন্তৃপ্ত না হয়।

সেই পারে পরতরে বিলাইতে প্রাণ
লভি পূত পরেশের প্রেমের ভাণ্ডার ;
কিংবা ভগবৎভাবে নিয়ে তত্ত্বজ্ঞান,
রহিতে সে পারে সদা শক্তি আর কার ?

কণ্ঠাগত প্রাণ যদি হয়ও তাহার,
তবু সুখবোধরূপ ভগবৎ বোধ
বিলুপ্ত হয় না কভু বিভুভাণ্ডে তাঁর,
পূর্ণ থাকে ষড়ৈশ্বর্য্য, হয় কর্ম্মরোধ ॥

রিপুদমন

কাম ভাব যদি জাগে নিরবধি
মায়ের মূরতি করিও ধ্যান ;
সদা আঁখিপরে রেখে জননীরে
উচ্চৈঃস্বরে করো মাহাত্ম্য গান।

ক্রোধ এসে মন করে আক্রমণ
ইষ্ট-নাম-সুধা করিয়ে পান,
ভাবিও অসার নশ্বর সংসার
কার তরে খুঁজি ধন ও মান ?

লোভ যদি হয় ভাবিও নিশ্চয়
রাঙ্গা পদ যদি লভিতে পারি,
হই সুখময় চির কাল রয়
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ জীবন তরী।

মোহ প্রাপ্ত হলে বিভু না মানিলে
সংসার ভাবিলে সুখের খনি,
কিম্বা মত্ততায় না ভাবিয়ে তায়
অন্তিমে সহায় হবেন যিনি ;

ধায় যদি মন শান্তির কারণ
সকাম সাধন সুদূর পথে,
সাধু সেবা কর সৎসঙ্গ ধর
পড়িবে না পাপ-বোঝাটি মাথে।

মাৎসর্য্যেতে ঘেরা বুঝ যদি দ্বরা
জাগাও শ্মশান হৃদয় মাঝে ;
কিম্বা সদা গিয়ে শ্মশানে বসিয়ে
ভাবিও হেথায় এ সাজে সেজে,

আসিতে হইবে যম না ছাড়িবে
আজ নয় কাল দুদিন পরে ;
তবে কেন হায় ! ভুলে আপনায়
থাকিগো সদা সে অসারে পড়ে ?

কে আমি আমার ? ধন জন কার ?
শেষের সে দিন কোথায় রবে ?
ছুঁইলে শমন মুদিলে নয়ন
সাজিয়ে আপন কে সাথে যাবে ?

বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দম্ভ অভিমান
জাত কুল মান রহিবে পড়ে ;
চলে যাব আমি অতি দ্রুতগামী
সেজে অন্যস্বামী অপর পারে।

কারে দিয়ে যাব, এত যে বৈভব
উপার্জ্জন করে রেখেছি ঘরে ?
মরিব যখন কে পর আপন ?
সকল সম্বন্ধ দুদিন তরে ॥

মায়ার কথা।

মায়া মায়া কর চিনিতে না পার

মায়ামূর্ত্তি সে কে জগৎ মাঝে।

অজ্ঞানতা তব ভোগ অভিনব

অভিনয় করে অপূর্ব্ব সাজে।

কিছু নয় যাহা তারই নাম মায়া

রজ্জুতে যেমন সর্পের ভয়;

অবিদ্যা অজ্ঞান রেখো এই জ্ঞান

জ্ঞানের বিকাশে মায়ার লয়;

বিবেক যাহার জ্ঞানের আধার,

সে হেরে না কভু মায়ার কাজ;

অবিবেকী মরে জড়ায়ে নশ্বরে

মুখে বলে ধরা মায়ার সাঁচ।

স্থূলবুদ্ধি নর না ভেবে ঈশ্বর
সংসার সাগর হইতে পার,
পরিজন নিয়ে অহমে ডুবিয়ে
স্বার্থ-তরী খোঁজে ভাবিয়ে সার

নাহি দেহে তার জ্ঞানের বিচার
উঠে হাহাকার চৌদিক হতে ;
ভাসায় যখন নশ্বর কারণ
ধন পরিজন কালের স্রোতে

সে প্রপঞ্চ মায়া ধরে জীব কায়া
রেখেছে পাতিয়া মোহের ঘর ;
নহে এ নশ্বরে কে রহিত পড়ে
ত্যজিয়া অমৃত সু-উচ্চ স্তর।

মায়ার কথা

মায়া অভ্যন্তরে সকলে বিহরে
যোগী ঋষি আদি দেবতাগণ ;
জ্ঞান-রজ্জু ধরে সবে যায় পারে
ডুবে দুখনীরে মুগধ জন।

মায়া শত্রু তার ভোগ ইচ্ছা যার
নহে এ সংসার সুখের অতি ;
আসক্তি ত্যজিয়ে ভোগ্য বস্তু নিয়ে
পড়ে থাক তায় কি আছে ক্ষতি ?

মনে রেখো নিতি সে মোহ-মুরতি
সংসারে অসক্তি রয়েছে যার ;
কিম্বা যে কারণ সংসার বন্ধন
সেই মোহ হায় ! মায়ার দ্বার ॥

সার কথা

সাধন ভজন কর বা না কর
বাসনা ভীষণ ভুলিয়া যাও ;
দানে মতি গতি হোক বা না হোক
আসক্তি-নিগড় কাটিয়া দাও ।

বলি না ছাড়িতে সংসার স্বজন
যেন না ছলিতে রিপুরা পারে ;
থাক ভোগসুখে সতত মগন
পাপ বোঝা যেন মাথে না পড়ে

আচার বিচার রাখ বা না রাখ
সাত্ত্বিক আহার করিও ভাই !
জাত কুল শীল গণ বা না গণ
সতের সংসর্গ সতত চাই ।

সার কথা

বিদ্যা বুদ্ধি যত থাক বা না থাক
বিবেকের পথে চলিতে হবে ;
কর বা না কর সংসারের কাজ
পিতৃ-মাতৃ-সেবা স্বহস্তে নেবে।

মান বা না মান পরম পুরুষ
পর-উপকার করিবে সদা ;
বুঝ বা না বুঝ পাপ পুণ্য দুই
অন্তর সতত রাখিবে সাদা।

জান বা না জান ইহ পরকাল
সকাল সকাল প্রস্তুত হও ;
মরণ সময়ে মায়া অভিনয়ে
মনে রেখো তুমি কাহারও নও
তুমি মনে রেখো শুধু 'কাহারও নও'॥

সমাপ্ত

ওঁমা !

আদ্যাস্তোত্রম্

ওঁ নম আদ্যায়ৈঃ

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্ ।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥
মৃত্যুর্ব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌযুগে ।
অপুত্রা লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি ॥
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তি বিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি ।
মৃতবৎসা জীববৎসা ষন্মাসং শ্রবণং যদি ॥
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ ।
লিখিত্বা স্থাপয়েৎ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ ॥
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা ।
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে ।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা ॥
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী ।
নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী ।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা ॥
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে ।
বিরজা ঔড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে ॥
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী ।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী ॥

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মাহেশ্বরী ॥
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী শুক্লপক্ষস্য কৃষ্ণস্যৈকাদশী পরা ॥
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী ॥
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥
বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
আদ্যাস্তবমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ॥
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী ॥
শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা ॥
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী ॥
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী ॥

ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে আদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অদ্যাপীঠ হইতে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক বিতরিত হয়

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত

পুস্তকাবলী ঃ—

শ্রীশ্রী৺ অন্নদাঠাকুর প্রণীত ঃ—

ঘটনার পর ঘটনায় জীবনীর সত্যসন্ধান, উপন্যাসের মাধুর্য্য, ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপদেশ ও ভক্তের সহিত ভগবানের অপূর্ব্ব লীলাচিত্র শ্রীশ্রী৺ অন্নদাঠাকুরের আত্মজীবনী—

১। স্বপ্নজীবন

প্রথম খণ্ড

মূল্য ২৲ দুই টাকা

সাধকের মধুর মাতৃভাবের এবং জগৎগুরু রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে গুরুভাবের করুণ উচ্ছ্বাস—

২। মা

মূল্য ৷৶৹ দশ আনা

অতি অপূর্ব্বভাবে রঞ্জিত সাধকের সখ্যভাবের সুললিত সঙ্গীত গুচ্ছ—

৩। সখা

মূল্য ৸৹ বার আনা